NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ 'আমার সিলেবাসের বাইরে', এনসিপিআই সাংসদদের প্রসঙ্গে শমীক

ভাসছে বাংলা, পাহাড়ে ধস, দুই বঙ্গেই দুর্যোগের লাল ও কমলা সতর্কতা ৩

কলকাতা ৬ অগাস্ট ২০২৬ ২০ শ্রাবণ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.08.2026, Vol. 20 Issue No. 57, 8 Pages, Price 3.00

আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশে বিশেষ অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৫ অগস্ট: বাদল অধিবেশনে আসন পুনর্বিন্যাস বিল পাশ করাতে মরিয়া মোদী সরকার। সেই লক্ষ্যে লোকসভায় ৩ দিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকতে চলেছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, আগামী ১৬ অগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে এই বিশেষ অধিবেশন। চলবে ১৮ অগস্ট পর্যন্ত। সরকারি সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, এই অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ বিলটিও পেশ করবে মোদী সরকার।

সাংবিধানিক সংশোধনী হিসেবে আসন পুনর্বিন্যাস বিলটি পাশ করাতে লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন জরুরি। তবে শুরু থেকেই সরকারের এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেছে বিরোধী শিবির। ব্যাপক বাধার মুখে পড়ে সেই কঠিন অঙ্ক মেলাতেই বিরোধী দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছে বিজেপি। এদিকে সংসদে অচলাবস্থার মাঝেই কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বুধবার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন। কংগ্রেস সূত্রের খবর, এই সাক্ষাতে বিলটি নিয়ে বিরোধী দলের জানতে চাওয়া হয়। ৫০

মিনিটের এই বৈঠকে রাহুল গান্ধির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরাও। তবে জানা যাচ্ছে, বিতর্কিত এই বিলটি সমর্থনে নারাজ কংগ্রেস।

জানা যাচ্ছে, কংগ্রেস সমর্থন না দিলেও বিল পাশ করাতে ডিএমকে-র সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছে বিজেপি, তেমনই বিরোধী শিবিরে ভাঙন ধরানোর সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে সরকারি শিবিরের একাধিক সূত্রের দাবি, ডিএমকে শেষ পর্যন্ত বিলটির বিরোধিতা না করলে সরকারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যার অনেকটাই জোগাড় হয়ে যাবে। তবে তাতেও পুরো অঙ্ক মিলবে না। তাই কয়েকজন বিরোধী সাংসদের ক্রস ভোটিং অথবা ভোটদানে বিরত থাকার সম্ভাবনাকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। সংসদে বিল ওঠার আগে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সংখ্যার লড়াই চলবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

একটি সূত্রের দাবি, সংসদে চলতি অচলাবস্থা কাটাতে রাহুলের সাহায্য চান রিজিজু। আসন পুনর্বিন্যাস বিল এবং মহিলা সংরক্ষণ বিল পুনরায় সংসদে পেশ করার জন্যও কংগ্রেসের সাহায্য চান তিনি। যদিও ওই সূত্রের খবর অনুযায়ী, রিজিজুর প্রস্তাব খারিজ করে দেন রাহুল। সংসদের অচলাবস্থা কাটানোর জন্য দুই শর্ত দেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তার একটি হল, রামমন্দিরের প্রণামী চুরি নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে হবে। অপরটি হল, গত ২০ জুলাই ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) সংসদ অভিযানের দিন পড়ুয়াদের উপর পুলিশি 'নিপীড়ন' নিয়ে সংসদে বিবৃতি দিতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। রাহুলের সঙ্গে বৈঠকের পর লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং শাহের সঙ্গে দেখা করেন রিজিজু।

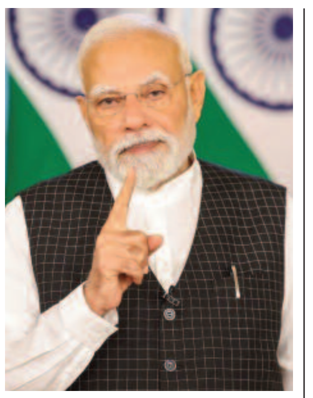

রাজ্যসভার নয়া এনডিএ সাংসদদের আচরণের পাঠ মোদীর

নয়াদিল্লি, ৫ অগস্ট: রাজ্যসভায় এনডিএ-র নতুন সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে তিন পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিবাদী ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশি দমনপীড়নের প্রতিবাদে বুধবারও বিক্ষোভ দেখান বিরোধী সাংসদেরা। বিরোধীদের হইহট্টগোলের জেরে সারা দিনের জন্য মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন। এই আবহেই বুধবার সকালে বিজেপির নেতৃত্বাধীন শাসকজোট এনডিএ-র প্রায় ৩০ জন সাংসদকে নিয়ে প্রাতরাশ করেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীকে কাছে প্রশ্নের ঝাঁপি খুলে দেন বিরোধী সাংসদেরা। সাংসদেরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর দৈনন্দিন রুটিনের বিষয়ে জানতে চান। মোদী জানান, বিছানায় শোওয়ার মাত্র আট সেকেন্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। দিনে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমোন। জেটল্যাগ কাটানোর ধকলও কী ভাবে কাটান, বৈঠকে তা-ও জানান মোদী। তিনি বলেন, 'বিমান ওঠার পর আমি যে দেশে যাচ্ছি, সেই দেশের সময় অনুযায়ী ঘড়ির কাঁটাকে সাজিয়ে নিই। এই ভাবেই আমি সমস্যার মোকাবিলা করি।' যে কোনও ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ফল পাওয়ার জন্য মনঃসংযোগ বৃদ্ধির উপরে জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। এনডিএ-র সাংসদদের তিনি বলেন, 'এখন আমি আপনাদের সঙ্গে রয়েছি। আমি এখন অন্য কিছু ভাবছি না। আমি এই মুহূর্তটায় বাঁচছি।'

এই ৩০ জন সাংসদের মধ্যে ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনও। একটি সূত্রের দাবি, রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়া নতুন সাংসদদের মূলত তিনটি পরামর্শ দেন মোদী। সাংসদদের লেটারহেডের অপব্যবহার নিয়ে সতর্ক করেন তিনি। ফোনে কথা বলার সময় কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার না-করার পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে মোদী জানান, সংসদের অন্য সদস্য; তিনি যদি বিরোধী দলের সদস্যও হন; তা হলেও তাঁর কাছ থেকে সংসদীয় রীতিনীতি শিখতে হবে। প্রধানমন্ত্রী সংসদে ১০০ শতাংশ হাজিরার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার অনুরোধ জানান সাংসদদের।

সম্প্রতি সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে এনডিএ-র। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রাজ্যসভার সাত সাংসদ।

বুধবার থানায় থানায় আচমকা সারপ্রাইজ ভিজিট করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। খতিয়ে দেখেন আইনশৃঙ্খলার হাল।

থানায় থানায় আচমকা হানা মুখ্যমন্ত্রীর, খতিয়ে দেখলেন আইন-শৃঙ্খলার হাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে প্রশাসনিক নজরদারি আরও জোরদার করতে এবার নিজেই ময়দানে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী। বুধবার দুপুরে হঠাৎই কলকাতা পুলিশের একাধিক থানায় আচমকা সারপ্রাইজ ভিজিট করেন তিনি। ডোরিনা রোড সংলগ্ন পিডব্লিউডি তাবু থেকে চিনারপার্কের বাসভবনে ফেরার পথে কনভয়ের রুট বদলে সোজা পৌঁছে যান দক্ষিণ কলকাতার ওয়াটগঞ্জ ও একবালপুর থানায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঝটিকা সফরে স্বাভাবিকভাবেই লালবাজারের শীর্ষমহল থেকে শুরু করে স্থানীয় পুলিশ মহলে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

সূত্রে খবর, কলকাতা বন্দর সংলগ্ন ওয়াটগঞ্জ থানায় দুপুর নাগাদ আচমকাই এসে পৌঁছয় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। লালবাজার বা স্থানীয় থানা কাউকেই আগাম না জানিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে গাড়ি থেকে নেমে সোজা থানায় ঢোকেন তিনি। থানায় ঢুকেই প্রথমে তিনি যান 'মহিলা হেল্প ডেস্কে'। সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত নারী পুলিশকর্মীর সঙ্গে কথা বলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ নেওয়ার প্রক্রিয়া এবং রেজিস্টার বুক খতিয়ে দেখেন। থানায় ঝুলিয়ে রাখা ফাইল উল্টে পাল্টে অভিযোগের সুরাহা কতদূর হয়েছে, তার খোঁজ নেন। বেশ কিছু ডায়েরি খতিয়ে দেখার পর কর্তব্যরত অফিসারদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া সুরেই বলতে শোনা যায়, 'শুধু অভিযোগ জমলেই চলবে না, প্রতিটা কেসে দ্রুত অ্যাকশন নিতে হবে।'

এরপর প্রায় ১৫ মিনিট ধরে তিনি থানার চারপাশ ঘুরে দেখেন। খতিয়ে দেখেন সিঁড়ি ভেঙে ওপরের তলার লক-আপের অবস্থা। থানায় রাখা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলি সচল রয়েছে কি না, কিংবা সেগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে কি না, তাও সরেজমিনে যাচাই করেন তিনি। ওয়াটগঞ্জ থেকে বেরিয়ে তিনি সোজা চলে যান একবালপুর থানায়। সেখানেও একইভাবে পরিকাঠামো এবং পুলিশের কাজের পর্যালোচনা করেন। পরে আলিপুর পুলিশ লাইনে থাকাকালীন বড়বাজারে একটি অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন।

প্রশাসন সূত্রে খবর, রাজ্যজুড়ে থানাগুলিতে মহিলা সহায়ক কেন্দ্র চালুর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না; তা নিজের চোখে দেখতেই মূলত এই পরিদর্শন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা আনতে এমন নানা উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সম্প্রতি স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকারও গভীর রাতে সাধারণ পোশাকে মাস্ক পরে কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল (জেএনএম) হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিট করে স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল খতিয়ে দেখেছিলেন। পাশাপাশি, মঙ্গলবারই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। প্রশাসনিক মহলের মতে, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর যেভাবে সরাসরি ফিল্ডে নেমে কাজ করছে, তা প্রশাসনিক তৎপরতাকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। নবান্ন সূত্রে ইঙ্গিত, আগামী দিনেও বিভিন্ন থানা ও সরকারি হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরণের আচমকা নজরদারি জারি থাকবে।

দমকলের সদর দপ্তরেও আকস্মিক পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের দমকল পরিষেবার প্রস্তুতি ও জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা খতিয়ে দেখতে বুধবার আচমকাই দমকলের সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার দমকলের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতিতে বাহিনীর প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশেষ করে অগ্নিকাণ্ড বা অন্য কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে কত কম সময়ে দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারে এবং উদ্ধারকাজ শুরু করতে পারে, সেই বিষয়েই জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে দমকল কত দ্রুত সাড়া দিতে পারবে, সেই সক্ষমতা সবসময় বজায় রাখতে হবে। মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও রকম গাফিলতির সুযোগ নেই।'

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এই পরিদর্শনের কোনও পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি ছিল না। সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই দমকলের সদর দপ্তরে পৌঁছে পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী এবং আধিকারিকদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী দপ্তর সূত্রে খবর, রাজ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন চলবে।

মার্শালই সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ইতিহাসে নজিরবিহীন এক পদক্ষেপ করা হল। এই প্রথম বার দায়িত্বে গাফিলতি এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের অভিযোগে বিধানসভার মার্শালকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিধানসভার সচিবালয়ের নির্দেশে মার্শাল এবং সিকিউরিটি অফিসার দেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করা হয়। বিধানসভার সচিব সমরেন্দ্রনাথ দাসের নির্দেশে জারি হওয়া সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তও শুরু হয়েছে।

৪ অগস্ট জারি হওয়া বিধানসভার প্রধান সচিবের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা (শ্রেণিবিন্যাস, নিয়ন্ত্রণ ও আপিল) বিধি, ১৯৭১-এর বিধান অনুযায়ী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। সদ্য নির্বাচিত অষ্টাদশ বিধানসভার সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির সময় মার্শাল-কাম-সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনে গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সাসপেনশনে থাকতে হবে। এই সময় বিধি অনুযায়ী তিনি নির্ধারিত হারে জীবিকা ভাতা (সাবসিস্টেন্স গ্রান্ট) পাবেন। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

সূত্রের খবর, এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসুকেও আনুষ্ঠানিক ভাবে অবহিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আদেশের কপি ইতিমধ্যেই প্রধান সচিবের স্বাক্ষর-সহ অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল, অর্থ দপ্তর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিদেশযাত্রায় না, খারিজ মামলাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্ট ঘুরে কলকাতা হাইকোর্টে এসেও মিলল না স্বস্তি। এসএসকেএম হাসপাতালে চোখের চিকিৎসা করানোর ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রার আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে চরম নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। আবেদন প্রত্যাহারের আর্জি জানালেও আদালতের তরফে তা মঞ্জুর করা হয়নি। হাইকোর্টের এই রায়ের ফলে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের বিদেশযাত্রা আপাতত বিশ বাঁও জলে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ও আইনি মহল।

চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে চেয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তা নিয়ে অভিষেকের আর্জি নিয়ে সোমবার শুনানি হয় শীর্ষ আদালতে। তবে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ মামলাটি আবার হাইকোর্টেই ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। অভিষেকের আর্জি সাত দিনের মধ্যে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে বলে শীর্ষ আদালত। সেই মতো বুধবার এই মামলার শুনানি হয় হাইকোর্টে।

আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, 'আজকের দিনে দেশ বা বিদেশ; চিকিৎসাক্ষেত্রে খুব একটা ফারাক তৈরি করে না। এসএসকেএম-এর অপথ্যালমোলজি বিভাগ অত্যন্ত নামী। তিন চিকিৎসকের বিশেষজ্ঞ কমিটি আজই পরীক্ষা করবে এবং পরশু রিপোর্ট দেবে। তারা বললে তবেই দেশের বাইরের কথা ভাবা যাবে।'

চোখের চিকিৎসার জন্য অভিষেকের বিদেশযাত্রার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বুধবার হাইকোর্টে সওয়াল করেন তাঁর আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য এবং রেবেকা ম্যামেন জন। রেবেকা বলেন, 'এর আগেও ইডির একটি মামলায় তাঁকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টেও উঠেছিল এবং চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে দিতে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের কোনও আপত্তি ছিল না।' রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার পাল্টা বলেন, 'সেই মামলায় অভিষেক অভিযুক্ত ছিলেন না।'

পুলিশের নজরে টুলুর শ্বশুরবাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বীরভূমের পাড়ুই থেকে এ বার টুলু মণ্ডলের শ্যালকের ম্যানেজারকে আটক করল পুলিশ। মঙ্গলবার বীরভূমের ওই পাথর ব্যবসায়ীর শ্বশুরবাড়িতে হানা দিয়েছিল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। এমনকি, বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরাও দোতলা ওই বাড়িতে ঢোকেন। চলে বাড়িময় তল্লাশি অভিযান। শৌচাগারের কাছে খোঁড়াখুঁড়ি করা হয় বলে দাবি টুলুর শ্বশুর নুরুল হক।

টুলুর শ্যালক মিন্টু শেখের ঘনিষ্ঠ বিকি শেখ তাঁর পাথর ব্যবসার তদারকি করতেন। ছিলেন ম্যানেজারের দায়িত্বে। পুলিশের একটি সূত্রে খবর, কিছু দিন ধরেই বিকির কর্মকাণ্ডের উপরে নজর ছিল তাদের। মিন্টুর আর্থিক লেনদেন, বিভিন্ন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড এবং প্রভাবশালীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কেমন ছিল জানার জন্য বিকিকে নিজেদের হেপাজতে নিতে চান তদন্তকারীরা। এ-ও জানা গিয়েছে, গত কয়েক বছর ধরে মিন্টুর নামে এবং বেনামে কত সম্পত্তি হয়েছে, তা হিসাব করে দেখছে পুলিশ।

বিকির কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া কিছু ডিজিটাল ডিভাইস থেকে তথ্য উদ্ধার হয়েছে। সেগুলো থেকে 'গুরুত্বপূর্ণ তথ্য' পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এই চক্রের শিকড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তার নেপথ্যে আরও কারা মদত জুগিয়েছেন, সেই রহস্যের জট খোলা এখন সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

অন্যদিকে, রাজ্য পুলিশ ও এসটিএফ-এর চোখে ধুলো দিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে আত্মগোপন করে রয়েছেন বীরভূমের পাথর সম্রাট টুলু মণ্ডল। আর এই অন্তরালে থেকেই এবার গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় আইনি সুরক্ষার খোঁজে সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হলেন বীরভূমের বিতর্কিত 'পাথর সম্রাট' নাজিমুদ্দিন মণ্ডল ওরফে টুলু মণ্ডল।

হাসিনার ভবনে 'জুলাই জাদুঘর', বিচারের বার্তা তারেকের

ঢাকা, ৫ অগস্ট: ছাত্রজনতার বিক্ষোভের মুখে দু'বছর আগে আজকের দিনেই বাংলাদেশ ছেড়েছিলেন শেখ হাসিনা। চলে আসেন ভারতে। দিল্লিতেই সাময়িক আশ্রয় নিয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। এ বার তাঁর সরকারি বাসভবন 'গণভবন'-এ খোলা হল জাদুঘর। হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা জুলাই আন্দোলনের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন তুলে ধরা হয়েছে এখানে। নাম রাখা হয়েছে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর'। বুধবার এই জাদুঘরের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই এই জাদুঘর তৈরি হয়েছিল। তবে তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এত দিন হয়ে ওঠেনি। বুধবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক এই জাদুঘরের উদ্বোধন করেন। পরে আওয়ামী লীগ জমানার গুম-খুনের অভিযোগ নিয়েও সরব হন তিনি। আশ্বাস দেন, জুলাই আন্দোলনের সময় ঘটে যাওয়া প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ বিচার হবে।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল বাংলাদেশ। বিক্ষোভ দমাতে সে দেশের নিরাপত্তাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। রাষ্ট্রসংঘের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই আন্দোলন দমন করতে তৎকালীন হাসিনা

সরকার যে কঠোর নীতি প্রয়োগ করেছিল, তাতে ১৪০০-র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকার শেরেবাংলায় গণভবনে আছড়ে পড়েছিল জনরোষ। লুট হয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন। জামাকাপড় থেকে শুরু করে টেবিল, চেয়ার, প্রিন্টার, কম্পিউটারের সিপিইউ কিছুই বাদ যায়নি। পরে অবশ্য তার মধ্যে অনেক কিছু ফেরতও এসেছিল। এ বার জুলাই আন্দোলনের স্মৃতিতে সেই গণভবনেই চালু হল জাদুঘর।

তারেক বলেন, 'এই জাদুঘর শুধু ২০২৪ সালের নৃশংস ঘটনার স্মারক হবে না। এই জাদুঘর বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার সঙ্গে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্পর্ক তুলে ধরবে।' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'এই জাদুঘর কোনও একটি দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির একক রাজনৈতিক ভাষ্য প্রতিষ্ঠার স্থান হবে না। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান কোনও একক ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা দলের নয়। এই অভ্যুত্থানের মহানায়ক বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনতা।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমরা, ১) গৌরীপ্রসাদ সেন, পিতা-মৃত হরেকৃষ্ণ সেন, সাং-পি ৪৫, ব্লক-বি, পো:-দক্ষিণ দমদম, থানা-লেকটাউন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৮৯, 2) লুসি সেন, স্বামী-মৃত শ্যামাপ্রসাদ সেন, 3) সুবীর সেন, পিতা-মৃত শ্যামাপ্রসাদ সেন, 4) সংযুক্তা সেন, পিতা-শ্যামাপ্রসাদ সেন, স্বামী- দেবব্রাত ঘোষ, সকলের সাং- পি-৪১, কালিন্দী হাউসিং, পো:+থানা-লেকটাউন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০০৮৯, সংযুক্তা সেনের হাল সাং-সান ফ্রান্সিসকো, আমেরিকা,5) সুতপা দত্ত, পিতা-মৃত শ্যামাপ্রসাদ সেন, স্বামী- অশ্বিনী কুমার দত্ত, সাং- ২২ নং বিজয় গোল্ডেন টাউন, পো:+থানা -সোনারি, জেলা-পূর্বীসিংহুম, রাজ্য-ঝাড়খন্ড, পিন- ৮৩১০১১, 6) সৌমিত্র সেন,ও 7) শ্রী পৃথ্বীরাজ সেন উভয়ের সাং+পোস্ট:-মাটিয়ারী, থানা-কালিগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১৫৩। ৮) শ্রীমতী সোনালী সিংহ, স্বামী-শ্রী প্রণব শঙ্কর সিংহ, সাং- ৩৩৩ এফ, টি, আর রোড পশ্চিম মাসুন্দা নব ব্যারাকপুর, থানা-ঘোলা, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা-৭০০১৩১। ৯) শ্রীমতী কাবেরী দত্ত, স্বামী-রাধিকা রঞ্জন দত্ত, সাং-চুঁচুড়া দত্ত সুপার মার্কেট ফ্লাট নং ৯, আখনবাজার, পো:+থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলি, পিন-৭১২১০১। ১০) শ্রীমতী ইন্দ্রানী সিংহ, স্বামী-শ্রী বিকাশ সিংহ, সাবেক সাং+পো:-বৈচিগ্রাম, থানা-পান্ডুয়া, জেলা-হুগলি, হাল সাং-বৈকুণ্ঠদেব রোড, মধ্যমগ্রাম, পো:-মধ্যমগ্রাম বাজার, থানা-বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা-৭০০১৩০,৬ হইতে ১০ নম্বর সর্ব পিতা মৃত হরপ্রসাদ সেন মাতা মৃত উমাশশী সেন পক্ষে বিগত ইংরেজি 01/11/2012 28/10/2022, 28/10/2022, 15/01/2024 তারিখে IV-00123/2012, IV-54/2022, IV-55/2022, IV-02/2024, আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার রামকৃষ্ণ সেন, পিতা মৃত হরপ্রসাদ সেন মাতা-মৃত অনিমা সেন, সাং+পো:-মাটিয়ারী, থানা-কালিগঞ্জ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১৫৩। -: **তপশীল** :- জেলা- নদীয়া, থানা- কালিগঞ্জ, এ. ডি. এস. আর অফিস- ৯১ নং ফরিদপুর, ৯৬ নং বালিয়াডাঙ্গা ফরিদপুর, ৯৪ নং কাড়ালিয়া, ৯০ নং ব্রজনাথপুর, ৮৯ নং মাটিয়ারী, ৯২ নং কামদেবপুর, ৮৭ নং বসতপুর, ৯৩ নং মহেশপুর,৮০ নং আকন্দবেরিয়া,৭৮ নং চান্দুরিয়া, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, থানা-কাটোয়া এ. ডি. এস. আর অফিস ৯৪ নং চরব্রজনাথপুর মৌজা সমূহের সকল দাগ এবং খতিয়ানের নিজ নামে রেকর্ড ভক্ত এবং ওয়ারিশ সুত্রে প্রাপ্ত মোট সম্পত্তি। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে কালিগঞ্জ B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী টিনা বিশ্বাস** যাতায়াতের পথে তাঁর একটি আসল নিবন্ধিত দলিল হারিয়ে ফেলেছেন। উক্ত দলিলটি **০২-১১-১৯৮৮** তারিখে সম্পাদিত এবং **এস.আর. ব্যারাকপুর**-এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত, যা **নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভার** সীমানাধীন ১০ (পুরানো), ০৬ (নতুন) নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত পৌরসভা **হোল্ডিং নং ৫৮/১, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা - ৭০০১৩১**-এ অবস্থিত সম্পত্তির সাপেক্ষে ১৯৮৮ সালের ৬৩৬০ নং দলিল হিসেবে **বুক নং ১, ভলিউম নং ১১৯, ৩৬৯ থেকে ৩৮০** নম্বর পৃষ্ঠায় নথিবদ্ধ রয়েছে। এই বিষয়ে তিনি ৩১-০৭-২০২৬ তারিখে **নিউ ব্যারাকপুর থানায়** একটি জেনারেল ডায়েরি করেছেন, যার **জি.ডি. নং ১৭৮৩/২৬**।
যদি ওই একই সম্পত্তির ওপর কারও কোনো দাবি থাকে বা কেউ দলিলটি পেয়ে থাকেন, তবে অনুগ্রহ করে **৭ দিনের** মধ্যে তা জানান।

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
টি১৪, ৩য় ফ্লোর,
১৯, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন: ৯৮৭৪৭৪৭৩৪৯
মেইল: joydeep_mookherjee@rediffmail.com

CHANGE OF NAME

I, Ganga Prasad Kamat, Son of Babu Kant Kanti, residing at VTC & P.O.: Hirni, Kusheshwar Asthan, Darbanga, Bihar, PIN-848213 & presently residing at 55C, Chakrabaria, Kolkata-700020, have changed my name from Ganga Prasad Kamat to **Ganga Kamti** and henceforth I shall be known as **Ganga Kamti** in all purpose, as declared before the Notary Public at Kolkata dated 09.07.2026. "**Ganga Kamti**" and Ganga Prasad Kamat" both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Phyllis Ann Vellis, D/o - Marcel Christopher Footman and Violet Ann Footman, Resident of Cooper's Cottage, Jhapatapur (Behind the Kharagpur Municipality Office), Ward No. 28, P.O + P.S.- Kharagpur (Town), PIN - 721301. Dist.- Paschim Medinipur, West Bengal do hereby declare that my old Names are Phyllis - Ann Footman, D/o- Marcel Christopher Footman and Violet-Ann Footman is recorded in my Birth Certificate and after marriage I am known as Phyllis Ann Vellis, W/o - Lionel George Vellis. That the discrepancies in my various dcuments made as "Phyllis Ann Footman", "P.A. Vellis" W/o Late L.G. Vellis", " Smt. P.A. Vellis, W/o - Late Lionel George Vellis", "Phyllis Ann Vellis, W/o - L.G. Vellis," Smt. P.A. Vellis, W/o - Late L.G. Vellis", "Phyllis Ann Vellis, D/o - Marcel Christopher Footman and Late Violet Ann Footman", "Vellis Ann Phyllis, D/o - Marcel Christopoh Footman", "Phyllis Ann Vellis, W/o - Al G . Bhelis" is a same self and identical Person and henceforth, I shall be known as Phyllis Ann Vellis, W/o - Lionel George Vellis in all Purpose, Vide Affidavit No. 10266 Sworn before the Judicial Magistrate 1st Class , Kharagpur on 01/08/2026.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ই আগস্ট শে। ২০শে শ্রাবণ। বৃহস্পতি বার। অষ্টমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টত্তরীর ও বিংশোত্তোরী শুক্রর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই, সন্ধ্যায় ৬/১৫ র পরে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(রাষ্ট্র গুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় র প্রয়াণ দিবস। সাধক বামাক্ষ্যাপা তিরোধান তিথি ও মহোৎসব)

CHANGE OF NAME

I, Khusboo Patni w/o Romy Patni r/o 3H, Gulmohar Building, 4, Chakraberia Road, Near Azad Hind Hotel, L.R. Sarani, Kolkata – 700020 do hereby declare that my name has been wrongly recorded as "Khusboo Jain" instead of "Khusboo Patni" in my Pancard, whereas in my Aadhar Card my name is correctly recorded as "Khusboo Patni" and also in my son – Atishay Patni's passport my name has been wrongly recorded as "Khusboo Patni Jain" instead of "Khusboo Patni" declared before Second Court of Judicial Magistrate, Alipore (West Bengal) vide affidavit no. 28000 Dated 03.08.2026. Khusboo Patni, Khusboo Patni Jain and Khusboo Jain are same and identical person and I shall henceforth be known as Khusboo Patni for all future purposes.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 29.07.2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 40 নং এফিডেভিট বলে আমি, Nihar Ranjan Ray S/o. Netai Dhali, R/o. A. C. Chatterjee Bye Lane, Jogipara, Harerpukur Dhar, Chandernagore, Hooghly-712136, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পোস্টাল লাইফ ইনসিওরেন্স (পি.এল.আই.) পলিসি (bearing No. WB-101477-CS)-তে আমার নাম Nihar Ranjan Dhali লিপিবদ্ধ আছে। যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া উক্ত পলিসিতে আমার নাম Nihar Ranjan Ray লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Nihar Ranjan Ray, Nihar Ranjan Dhali ও Niharanjan Dhali S/o. Netai Dhali, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 15/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17225 নং এফিডেভিট বলে আমি Sumit Kumar Banerjee (old name), S/o. Amit Kumar Bandyopadhyaya R/o. Kalitala Jelepara Angshik Paschimangsha, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sumit Kumar Banerjee নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sumit Bandyopadhyaya (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sumit Bandyopadhyaya & Sumit Kumar Banerjee S/o. Amit Kumar Bandyopadhyaya, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 04/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13520 নং এফিডেভিট বলে আমি Arup Bhattacharjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Achintya Kumar Bhattacharjee ও A. Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 28/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13145 নং এফিডেভিট বলে আমি Ambuj Kumar Singh S/o. Ram Surendra Singh ও Ambuj Kumar S/o. S. Yadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 04/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13522 নং এফিডেভিট বলে আমি Aloke Das S/o. Naresh Chandra Das ও Alok Das S/o. N. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 04/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13518 নং এফিডেভিট বলে আমি Samir Gharami ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Binod Gharami ও B. B. Gharami সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 04/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13517 নং এফিডেভিট বলে Aashimesh Chandra Dutta S/o. Abinash Chandra Dutta ও Asimes Dutta S/o. Lt. A. C. Dutta, সাং কোতরং, উত্তরপাড়া, হুগলী, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 05/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 18891 নং এফিডেভিড বলে আমি Mohammad Sahajada S/o. Mobarak Hossain ও Md Sahajada S/o. Md Mobarak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 10/07/2026, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে 03 নং এফিডেভিড বলে আমি Loknath Sahu ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Joyprakash Sahu ও J P Shau সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 30/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13329 নং এফিডেভিট বলে Somnath Samadder S/o. Bimal Samadder ও Somnath Samaddar S/o. B. Samaddar, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Tania Baskey, D/o. Gonesh Murmu, R/o. Bosepara, Bhastara, Gurap, Hooghly-712303, W.B., গত ইং 31.07.2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Tania Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। 05.08.2026 তারিখে নোটারি পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে 786 নং এফিডেভিট বলে Tania Khatun D/o. Gonesh Murmu ও Tania Baskey D/o. Gonesh Murmu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Kamal Das @ Nilkamal Das, S/o. Jaydeb Das, সাং দক্ষিণ মালিকাপুর, দক্ষিণ বাসুদেবপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০১, গত ইং 10.08.2021 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Md Abdur Rahman নামে পরিচিত হইয়াছি। 08.07.2026 তারিখে S.D.E.M., চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে 42 নং এফিডেভিট বলে Md Abdur Rahman & Kamal Das & Nilkamal Das, S/o. Jaydeb Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Tapas Das, S/o. Amal Das, সাং দক্ষিণ মালিকাপুর, দক্ষিণ বাসুদেবপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০১, গত ইং 10.05.2021 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Md Abdullah নামে পরিচিত হইয়াছি। 08.07.2026 তারিখে S.D.E.M., চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে 46 নং এফিডেভিট বলে Md Abdullah & Tapas Das, S/o. Amal Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি Tapas Das, S/o. Amal Das, সাং দক্ষিণ মালিকাপুর, দক্ষিণ বাসুদেবপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০১, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্ত্রী Uma Das, গত ইং 10.05.2021 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Mariyam Khatun নামে পরিচিত হইয়াছে। 08.07.2026 তারিখে S.D.E.M., চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে 44 নং এফিডেভিট বলে আমার স্ত্রী Mariyam Khatun & Uma Das, W/o. Tapas Das, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

আমি Tapas Das, S/o. Amal Das, সাং দক্ষিণ মালিকাপুর, দক্ষিণ বাসুদেবপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০১, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Ishant Das, গত ইং 10.05.2021 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Md. Yousuf নামে পরিচিত হইয়াছে। 08.07.2026 তারিখে S.D.E.M., চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে 45 নং এফিডেভিট বলে আমার পুত্র Md. Yousuf & Ishant Das, S/o. Tapas Das, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

আমি Tapas Das, S/o. Amal Das, সাং দক্ষিণ মালিকাপুর, দক্ষিণ বাসুদেবপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০১, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Eshika Das, গত ইং 10.05.2021 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Masiha Safwana নামে পরিচিত হইয়াছে। 08.07.2026 তারিখে S.D.E.M., চুঁচুড়া, হুগলী কোর্টে 43 নং এফিডেভিট বলে আমার কন্যা Masiha Safwana & Eshika Das, D/o. Tapas Das, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী রাকেশ মাল, পিতা- প্রয়াত নির্মল মাল, নিবাস- দক্ষিণ সুভাষ পল্লী, ডানকুনি, থানা: ডানকুনি, জেলা: হুগলী, পিন- ৭১২৩১১, যাতায়াতের পথে গত ০৫-০৭-২০২৬ তারিখে তাঁর ২০১৪ সালের ২০৮৮ নম্বর নিবন্ধিত দলিলটি হারিয়ে ফেলেছেন এবং এই বিষয়ে তিনি গত ০৯-০৭-২০২৬ তারিখে ডানকুনি থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি করেছেন, যার জিডি নং ৫৬২।
যদি ওই একই সম্পত্তির ওপর কারও কোনো দাবি থাকে বা কেউ দলিলটি পেয়ে থাকেন, তবে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে তা জানান।

স্নেহা চক্রবর্তী
[অ্যাডভোকেট]
২৫ডি, গুপ্ত লেন, কলকাতা-৭০০০৫০
ফোন: ৮২৪০৮৭৭০৫১
মেইল: chakrabortysneha3@gmail.com

দলিল নিখোঁজ ২১.০৩.১৯৫২ তারিখের মূল বিক্রয় দলিল (হিন্দুস্তান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটি লি. কর্তৃক মনোরঞ্জন ঘোষের অনুকূলে), প্লট নং ১৫৬, নিউ আলিপুর স্কিম XV, ব্লক G (বর্তমানঃ ২৩এ/১৫৬/১, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩) সংক্রান্ত, হারিয়ে গেছে। দাবিদার থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন; অন্যথায় কোনো দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। মো.ঃ ৯০০৭২১৭৯১৭

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঞ্জন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৭৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩০১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **মোঃ ৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, **মোঃ ৯৮৫১১৮৬১৬০।**

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ বিতরণ শুরু

আজ উপভোক্তাদের হাতে টাকা তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের উপভোক্তাদের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘর থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আনুষ্ঠানিকভাবে উপভোক্তাদের হাতে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা তুলে দেবেন। উল্লেখ্য, আগের সরকার রাজ্যের নিজস্ব তহবিল থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৬ লক্ষ পরিবারের জন্য বাড়ি নির্মাণে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছিল। প্রথম কিস্তিতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে উপভোক্তাদের প্রত্যেককে ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এবার দ্বিতীয় কিস্তির আরও ৬০ হাজার টাকা বিতরণ শুরু হচ্ছে।

তবে প্রথম কিস্তির সমস্ত উপভোক্তা দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পাবেন, এমন নয়। সরকার পরিবর্তনের পর প্রকল্পের উপভোক্তাদের তথ্য ও যোগ্যতা নতুন করে যাচাই করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী, যাচাই-বাছাইয়ে প্রকৃত যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত উপভোক্তারাই দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পাবেন।

নিয়ম অনুযায়ী, বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পে একটি বাড়ি নির্মাণের জন্য উপভোক্তাদের মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়, যা দুটি সমান কিস্তিতে ৬০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়।

হাওড়ায় আরও সন্দেহভাজন সক্রিয় থাকতে পারে, পুলিশের নজরদারি বাড়ানোর দাবি উমেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হামিম মণ্ডলকে জঙ্গি-যোগের অভিযোগে গ্রেপ্তারের পর হাওড়ার নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাই। তাঁর দাবি, হামিমের মতো আরও কয়েকজনের গতিবিধি সন্দেহজনক বলে তথ্য পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের উপর কড়া নজরদারি এবং প্রয়োজন হলে তল্লাশি চালানোরও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উমেশ রাই বলেন, হামিম মণ্ডল, অর্পিতা সরকার এবং আদিত্য সিংকে ঘিরে তদন্ত এগোচ্ছে। তাঁর দাবি, উত্তর হাওড়ার পিলখানা এলাকার আরও কয়েক জনের বিদেশি যোগাযোগ থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রীর বক্তব্য, ওদের ধরা গেলে প্রচুর বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার হতে পারে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে উমেশ রাইয়ের আরও অভিযোগ, বিদেশ থেকে একটি চক্র অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে দেশের যুবক-যুবতীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তাঁর কথায়, সমাজমাধ্যম ব্যবহার করে যোগাযোগ গড়ে তোলা হচ্ছে। টাকার লোভে দেশের নিরাপত্তা এবং মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তাকে বিপদের মুখে ফেলার চেষ্টা চলছে। তাই তরুণদের আরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

তাঁকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল কেন, সেই প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আমি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কঠোর সিদ্ধান্ত নিই। অনেকের স্বার্থে আঘাত লাগে। সেই কারণেই হয়তো আমাকে টার্গেট করা হয়েছে। তবে আমি ভয় পাইনি। তিনি আরও জানান, পাকিস্তান থেকে ফোন করে তাঁর কাছে পাঁচ কোটি টাকা দাবি করা হয়েছিল। পরে বিষয়টির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রসঙ্গ উঠে আসায় তিনি পুলিশকে সব তথ্য জানান।

এছাড়াও আদিত্য সিংয়ের প্রসঙ্গ তুলে উমেশ রাই বলেন, সে কলেজের ছাত্র হলেও তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা থাকার তথ্য সামনে এসেছে। ওই অর্থের উৎস খতিয়ে দেখা উচিত বলেও মত তাঁর।

যদিও মন্ত্রীর এই দাবিগুলির বিষয়ে পুলিশের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে হামিম মণ্ডল-কাণ্ডে এসটিএফ একাধিক দিক থেকে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিম বেহালায় গণপরিবহণ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রীড়ামন্ত্রী ও পশ্চিম বেহালার বিধায়ক ডঃ ইন্দ্রনীল খাঁ পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে একটি বৈঠক করলেন। এই বৈঠকে গণপরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষে বেহালায় সরকারি বাস পরিষেবা পুনরায় চালু করার বিষয়ে আলোচনা করেন।

প্যাটন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা রাজ্যের মুখ্যসচিবের

কলকাতা: হুরুন ইন্ডিয়ার 'স্টারস অফ দ্য ইস্ট ২০২৬' সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্যাটন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান এইচপি বুধিয়াকে সংবর্ধনা জানালেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল।, আইএএস, সংবর্ধনা জানাচ্ছেন। শ্রী বুধিয়াকে 'এমন একজন নেতা যিনি ভারতের জন্য নির্মাণ করেছেন এবং ভারত থেকে গড়ে তুলেছেন, এই অঞ্চলে প্রভাব সৃষ্টি করেছেন এবং এর ঐতিহ্যকে দেশের বাকি অংশে বহন করে নিয়ে গেছেন' এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। হুরুন ইন্ডিয়া এমন একটি গবেষণা সংস্থা, যা ভারতে উদ্যোক্তা, সম্পদ সৃষ্টি, উদ্ভাবন, ব্যবসার উপর নজর রাখে ও সেগুলোকে উদযাপন করে। প্যাটন একটি সরকার স্বীকৃত রপ্তানি সংস্থা এবং একটি স্টার এক্সপোর্টার। পশ্চিমবঙ্গে এর ৮টি অত্যাধুনিক উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে ৩৫০০-এরও বেশি কর্মী কর্মরত। এই সংস্থার সঙ্গে এবিবি, ইটন, ইমারসনের মতো কোম্পানির অংশীদার হিসেবে কাজ করে। সংস্থাটি ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ের কাছ থেকে জাতীয় রপ্তানি পুরস্কার লাভ করেছে।

FADA West Bengal Fire-Side Chat-এ পথ নিরাপত্তা অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ ও শ্রম মন্ত্রী অর্জুন সিং। নিরাপদ সড়ক এবং দায়িত্বশীল যাতায়াত সুনিশ্চিত করতে এই যৌথ উদ্যোগে সবার দায়বদ্ধতা আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।
'নিরাপদ রাস্তা, নিরাপদ পশ্চিমবঙ্গ' অঙ্গীকার করে সকলকে নিরাপদ ও সচেতন ভাবে চলার বার্তা দিলেন তিনি।

শুরু হল 'ওয়ার্ল্ড ব্রেস্টফিডিং উইক ২০২৬', বেঙ্গল অবস্টেট্রিক অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হওয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।

শিয়ালদহ ডিভিশনের নতুন এডিআরএম হিসেবে দায়িত্ব নিলেন রজনীশ সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের নতুন অতিরিক্ত ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (এডিআরএম) হিসেবে বুধবার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন রজনীশ সিং। ২০০৫ ব্যাচের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডারের এই আধিকারিক দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন দায়িত্বে যোগ দিলেন। এর আগে তিনি চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (লোকো) পদে কর্মরত ছিলেন।

এদিন দায়িত্ব গ্রহণের পর রজনীশ সিং বলেন, শিয়ালদহ বিভাগের পরিচালনগত দক্ষতা আরও উন্নত করা, যাত্রী পরিষেবার মান বৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমার অগ্রাধিকার। এই লক্ষ্য পূরণে সকলকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করতে চাই। পূর্ব রেল সূত্রের দাবি, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা শিয়ালদহ বিভাগের প্রশাসনিক ও পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করে তুলতে সহায়ক হবে। যাত্রী পরিষেবা, নিরাপত্তা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে আগামী দিনে বিভাগের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির দিকেই জোর দেবেন নতুন এডিআরএম।

টাটা গোষ্ঠীকে বাংলায় ফের বিনিয়োগের আহ্বান, মুম্বইয়ে শিল্প দপ্তরের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে শিল্পায়নের গতি বাড়াতে টাটা গোষ্ঠীর শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধিদল। নবান্ন সূত্রের খবর, মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে সিঙ্গুর প্রকল্প-সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ এবং পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, সিঙ্গুরে টাটার ছোট গাড়ির কারখানা প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ায় সালিশি ট্রাইবুনাল টাটা গোষ্ঠীর পক্ষে ৭৬৫ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে। সেই ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রক্রিয়া, আইনি আনুষ্ঠানিকতা এবং প্রশাসনিক দিক নিয়ে বৈঠকে মতবিনিময় হয়।

একই সঙ্গে রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরে টাটা গোষ্ঠীকে পশ্চিমবঙ্গে ফের বিনিয়োগের আনুষ্ঠানিক আহ্বান জানানো হয় বলে নবান্ন সূত্রের দাবি। উৎপাদন, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিকাঠামো, প্রকৌশল এবং অন্যান্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ নিয়েও প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। এর আগে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় জানিয়েছিলেন, টাটা গোষ্ঠীকে আবার পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগে ফিরিয়ে আনাই সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। তাঁর বক্তব্য ছিল, অতীতের তিক্ততা ভুলে শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলে দেশের শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠীগুলিকে বাংলায় বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে চায় রাজ্য সরকার। সিঙ্গুর প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সেই প্রেক্ষাপটে টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক এবং নতুন বিনিয়োগের আহ্বানকে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছে প্রশাসনিক মহল। যদিও বৈঠক নিয়ে টাটা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। আলোচনার পর বাস্তবে নতুন বিনিয়োগ কতটা এগোয়, সেদিকেই এখন নজর শিল্পমহল ও প্রশাসনের।

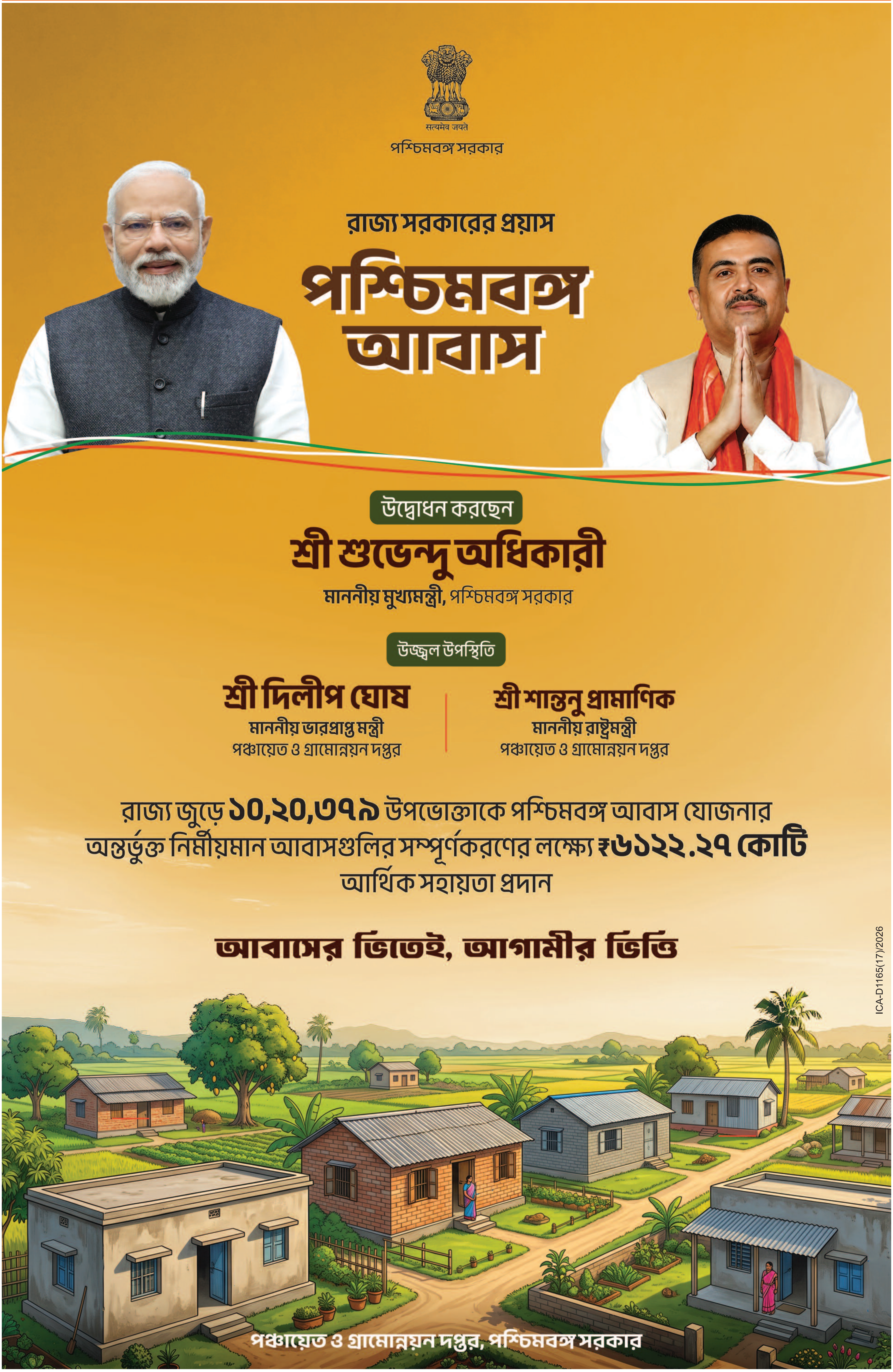
सत्यमेव जयते
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাজ্য সরকারের প্রয়াস
পশ্চিমবঙ্গ আবাস
উদ্বোধন করছেন
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
উজ্জ্বল উপস্থিতি
শ্রী দিলীপ ঘোষ
মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
শ্রী শান্তনু প্রামাণিক
মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
রাজ্য জুড়ে ১০,২০,৩৭৯ উপভোক্তাকে পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার অন্তর্ভুক্ত নির্মীয়মান আবাসগুলির সম্পূর্ণকরণের লক্ষ্যে ₹৬১২২.২৭ কোটি আর্থিক সহায়তা প্রদান
আবাসের ভিতেই, আগামীর ভিত্তি
ICA-D1165(17)/2026
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সম্পাদকীয়

আগামী ১১ অগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করবে বালোচিস্তান, দিশেহারা ইসলামাবাদ

আগামী ১১ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করবে বালোচিস্তান। ইতিহাস বলছে, এই দিনেই ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল বালোচরা। তখন ভারত, পাকিস্তান আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাগ হয়নি। কিন্তু ভারত বা পাকিস্তান, কোনও দেশেরই অংশ হতে চায়নি বালোচরা। তাই ১১ অগাস্টই স্বাধীনতা ঘোষণা করে তারা। যদিও পরবর্তীকালে তাদের পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। যা কোনও দিনই মেনে নেয়নি বালোচিস্তানের মানুষ। ফলে গত প্রায় আট দশক ধরে তারা স্বাধীনতার জন্য লড়ছে। তবে এবার পাকাপাকি ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করল বালোচরা। এর জেরে, বাংলাদেশের পর দেশের বৃহত্তম অংশ খোয়াতে চলেছে পাকিস্তান। দীর্ঘ সংগ্রামের পর তৈরি হতে চলেছে স্বাধীন বালোচিস্তান। আগামী ১১ অগাস্ট দিনটিকে বালোচিস্তানের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হল। বালোচ জনগণকে এই দিনটি উদযাপনের আর্জি জানানো হয়েছে। স্বাধীন বালোচিস্তানকে সমর্থনের আর্জি জানানো হয়েছে বিশ্বের দরবারেও। বালোচ লিবারেশন আর্মি বলেছে, ওইদিন বালোচিস্তানের সকল নাগরিক বাড়িতে পতাকা উত্তোলন করবে। পাড়া-মহল্লা, বাজার, দোকানপাট এবং জনবহুল এলাকাতেও রিপাবলিক অফ বালোচিস্তানের পতাকা উত্তোলন হবে। এখন থেকে প্রতি বছর ১১ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হবে। বিদেশে থাকা বালোচদের কাছেও এই আর্জি জানানো হয়েছে। আর এতেই ঘুম উড়েছে ইসলামাবাদের। দিশেহারা পাক প্রশাসন। পাক শাসন ভেঙে ফেলতে দীর্ঘদিন লড়াই করছে বালোচ লিবারেশন আর্মি। পাক সেনাকে এই অঞ্চলে রীতিমতো নাকানি চোবানি খেতে হয়েছে বারবার। এই অবস্থায় পালটা গুমখুন, হত্যা ও ধর্ষণের মতো অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে বিদ্রোহ দমনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ইসলামাবাদ। চিন ও পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হওয়ার পর থেকেই আরও অশান্ত বালোচিস্তান। তাদের অভিযোগ, খনিজ সমৃদ্ধ প্রদেশটিকে কার্যত লুট করছে পাক প্রশাসন। প্রতিদানে বালোচদের জন্য শুধু নির্যাতন ও দারিদ্র। তারই প্রতিবাদে স্বাধীনতার এই মরণপণ লড়াই।

শব্দছক ২৩৫

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯			১০	১১		
১২			১৩			১৪	■
■	১৫	১৬				১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. ঘনঘন ৩. অগুণতি প্রচুর ৬. উত্তরদান ৭. চ্যাপ্টা সবজি ৮. গৃহ ১০. গীতি ১১. দাম ১৩. সারাদিন-রাত ১৫. বর-এর জন্য গৃহীত পণ ১৭. মা-কালীর পূজ্য ফুল ২০. মাটির হাঁড়ির জন্য মুখ ঢাকবার জন্য মাটির পাত্র ২১. কমা ২২. প্রতিহতকরণ ২৪. সোচ্চারে প্রতিবাদ ২৫. আশীর্বাদ ও আশ্বাস ২৬. কামনার দেবতা

ওপর-নিচ: ১. খবর ২. দৃষ্টি ৩. ডুব দিয়ে স্নান ৪. রাত্রি ৫. অন্ধকার ৯. সোচ্চার ১১. পুরুষ মানুষ ১৩. যাকে কেু হারাতে পারেনি ১৪. পরিপাক ১৬. রসাগোল্লায় গোল্লা নেই ১৮. সকলে বাতি জ্বালিয়ে ১৯. হাড়বিহীন একপ্রকার মাংস রন্ধন ২১. নীপ ২৩. পরম্পরা

সমাধান ২৩৪ — পাশাপাশি: ১. অজ ২. অবিরত ৪. বোধ ৬. মালাকার ৮ রমনী ১০. নল ১১ কামান ১২. কেরানি ১৪. মম ১৬. উল্লাস ১৭. নগারাজ ১৯. বীজ ২০. মাত্রাজ্ঞান ২১. ঘাস

ওপর-নিচ: ১. অনুমান ২. অধর ৩. রমরমা ৪. বোকা ৫. মানী ৭. লালকেল্লা ৯. মনমরা ১৩. রাসযাত্রা ১৫. মজলিস ১৬. উমা ১৭. নবীন ১৮. গজ

আজকের দিন

■ **১৯৪৫ —** আমেরিকা জাপানের হিরোশিমায় 'লিটল বয়' নামের একটি পারমাণবিক বোমা ফেলে।

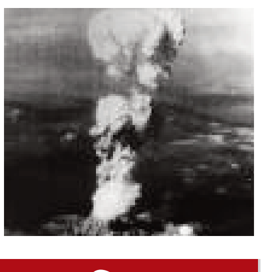

■ **১৯৬৫ —** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি. জনসন ভোটদানে বৈষম্য নিষিদ্ধ করার জন্য১৯৬৫ সালের ভোটাধিকার আইনে স্বাক্ষর করেন।

জন্মদিন

১৯০৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্তিক বোসের জন্মদিন।*

১৯৫৫ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক পার্থ ঘোষের জন্মদিন।*

১৯৮৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী আদিত্য নারায়ণের জন্মদিন।*

আদিত্য নারায়ণ

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও কুন্দন সিং; আজাদ হিন্দ ফৌজের বিপুল সম্পদ গেল কোথায়?

বেবি চক্রবর্ত্তী

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও কুন্দন সিং প্রভু-ভৃত্যের সীমা ছাড়িয়ে এক গভীর মানবিক সম্পর্ক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব, দুর্দমনীয় সাহস এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কাহিনি আজও কোটি মানুষের অনুপ্রেরণা। কিন্তু ইতিহাসের আলোয় যতটা উঠে এসেছে তাঁর রাজনৈতিক জীবন, ততটা আলোচিত হয়নি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মানুষদের কথা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুন্দন সিং;নেতাজির অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত পরিচারক এবং সার্বক্ষণিক সহচর।

কুন্দন সিংয়ের সঙ্গে নেতাজির সম্পর্ক ছিল কেবল একজন মালিক ও পরিচারকের নয়। তা ছিল গভীর আস্থা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, স্নেহ এবং আত্মিক বন্ধনের এক বিরল উদাহরণ। এই সম্পর্ক নেতাজির মানবিক চরিত্রকে যেমন উন্মোচিত করে, তেমনি কুন্দন সিংয়ের অসীম আনুগত্য ও কর্তব্যপরায়ণতারও পরিচয় দেয়।

কুন্দন সিং কে ছিলেন?

কুন্দন সিং ছিলেন উত্তর ভারতের এক সাধারণ পরিবারের সন্তান। কর্মসূত্রে তিনি নেতাজির সংস্পর্শে আসেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নেতাজির অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেবক ও নিকটতম সহচর। যিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপন, নিরাপত্তা এবং নেতাজির পোশাক, খাবার, ওষুধ, বিশ্রাম, ভ্রমণ এবং ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার মতো নানা বিষয়ের দেখাশোনা করতেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কোটি টাকার নগদ অর্থ ও সোনার ভাণ্ডার কোথায় গেল? রহস্য, ইতিহাস ও বিতর্ক

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আজাদ হিন্দ ফৌজ একটি অনন্য অধ্যায়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই বাহিনী শুধু সামরিক শক্তির প্রতীকই ছিল না, বরং তা ছিল ভারতীয়দের আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তবে এই বাহিনীকে ঘিরে এমন একটি রহস্য আজও ইতিহাসবিদ, গবেষক এবং সাধারণ মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে; আজাদ হিন্দ ফৌজের বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ, সোনা, গয়না এবং মূল্যবান সম্পদের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল?

দশকের পর দশক ধরে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে। কেউ দাবি করেন, নেতাজির তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পর সেই সম্পদ হারিয়ে যায়। কেউ বলেন, যুদ্ধ-পরবর্তী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তা লুট হয়ে যায়। আবার কেউ অভিযোগ করেন, সেই সম্পদের একটি অংশ সরকারি হেফাজতে গেলেও তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব কখনও জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।

আজাদ হিন্দ ফৌজের তহবিল কীভাবে গড়ে উঠেছিল?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ভারতীয় প্রবাসীরা নেতাজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে অকাতরে অর্থ, সোনা, রুপো এবং মূল্যবান গয়না দান করেছিলেন।

মালয়া, সিঙ্গাপুর, বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার), থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং হংকং-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় ব্যবসায়ী, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে বহু নারী তাঁদের ব্যক্তিগত অলঙ্কার পর্যন্ত দান করেছিলেন।

নেতাজির আহ্বানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়রা অকাতরে দান করতে শুরু করেন। ধনী ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ;সকলেই নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী স্বাধীনতার তহবিলে অর্থ, সোনা ও মূল্যবান সম্পদ তুলে দেন। ১৯৪৪ সালের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, হাবিব নামে এক ব্যবসায়ী একাই প্রায় ১ কোটি টাকা দান করেছিলেন। রেঙ্গুনের ব্যবসায়ী বি. কে. নাদার নগদ অর্থ ও সোনা মিলিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আজাদ হিন্দ ব্যাংকে জমা দেন। অসংখ্য নারী নিজেদের গায়ের গহনা খুলে দেন, কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল;দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্যক্তিগত সম্পদের মূল্য কিছুই নয়।

অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে উল্লেখ রয়েছে, জনসভায় নারীরা নিজের গলার হার, কানের দুল, বালা, এমনকি বিবাহের গয়নাও খুলে নেতাজির হাতে তুলে দিতেন। অনেক ব্যবসায়ী তাঁদের জীবনের সঞ্চয়ও স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

এই দানের ফলে আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ জমা হয়। এর মধ্যে ছিল;

- নগদ অর্থ
- সোনার বার
- স্বর্ণালঙ্কার
- রুপোর সামগ্রী
- হীরা ও অন্যান্য মূল্যবান রত্ন
- বিদেশি মুদ্রা

আজাদ হিন্দ সরকারের অর্থনৈতিক কাঠামো

১৯৪৩ সালে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠনের পর নেতাজি শুধু সেনাবাহিনী নয়, প্রশাসনিক কাঠামোও গড়ে তুলেছিলেন। সেই সময় গঠিত হয় আজাদ হিন্দ ব্যাংক।

এই ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, হিসাবরক্ষণ এবং বিভিন্ন সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যয় পরিচালিত হতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছ থেকে সংগৃহীত বিপুল অর্থ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

এটি ছিল একটি সুসংগঠিত আর্থিক ব্যবস্থা, যা প্রমাণ করে যে নেতাজি শুধু একজন সামরিক নেতা ছিলেন না; তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক এবং পরিকল্পনাবিদও ছিলেন। এছাড়াও রেঙ্গুনের একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন আব্দুল হাবিব ইউসুফ মার্ফানি। তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের তহবিলে এক কোটি টাকা দান করেন। নেতাজি তাঁকে ' সেবক - এ- হিন্দ ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। শুধু তাই নয় মুক্ত হস্তে আজাদ হিন্দ বাহিনীর তহবিলে দান করেছিলেন অসংখ্য অবাঙালি ও সাধারণ মানুষ।

কত সম্পদ ছিল?

সবচেয়ে বিতর্কিত প্রশ্নগুলোর একটি হলো; মোট সম্পদের পরিমাণ কত ছিল?

এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য একক কোনো সরকারি হিসাব নেই। বিভিন্ন গবেষক ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন সংখ্যা উল্লেখ করেছেন।

কিছু সূত্রে বলা হয়েছে —

- কয়েক কোটি টাকার সমপরিমাণ নগদ অর্থ
- বহু কেজি সোনা
- বিপুল পরিমাণ অলঙ্কার
- মূল্যবান রত্ন

কিছু গবেষক মনে করেন, বর্তমান মূল্যে এই সম্পদের মূল্য হাজার হাজার কোটি টাকার সমান হতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে, এসব পরিমাণের অনেকটাই অনুমাননির্ভর। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, অসম্পূর্ণ নথি এবং হারিয়ে যাওয়া রেকর্ডের কারণে নির্ভুল হিসাব পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।

১৯৪৫ সালের আগস্টে জাপানের আত্মসমর্পণের পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়।

নেতাজি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ত্যাগ করেন। প্রচলিত সরকারি বর্ণনা অনুযায়ী, ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ তাইহোকু (বর্তমান তাইপেই)-এ বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।কিন্তু এখানেই শুরু হয় আরেকটি রহস্য।

বলা হয়, নেতাজির সঙ্গে বেশ কয়েকটি বাক্সে সোনা, গয়না এবং মূল্যবান সম্পদ ছিল।

প্রশ্ন হলো —

সেগুলোর কী হলো?

বিমান দুর্ঘটনার পর কী পাওয়া গিয়েছিল?

জাপানি সূত্র এবং পরবর্তী কিছু তদন্তে দাবি করা হয়, দুর্ঘটনাস্থল থেকে পোড়া অবস্থায় কিছু সোনা, অলঙ্কার এবং মূল্যবান ধাতুর অংশ উদ্ধার করা হয়েছিল।

পরে সেই সম্পদের একটি অংশ টোকিওতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কিন্তু অনেক গবেষকের মতে;

- উদ্ধার হওয়া সম্পদের পরিমাণ নেতাজির সঙ্গে থাকা সম্পদের তুলনায় অনেক কম ছিল।
- এই অসামঞ্জস্য থেকেই রহস্য আরও গভীর হয়েছে।

লুটের অভিযোগ

বহু ঐতিহাসিক মনে করেন, যুদ্ধের শেষদিকে চরম বিশৃঙ্খলার সুযোগে সম্পদের একটি বড় অংশ লুট হয়ে যেতে পারে।

সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়;

- যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলা
- সেনা ও বেসামরিক ব্যক্তিদের অনিয়ন্ত্রিত চলাচল
- প্রশাসনিক ভাঙন
- নিরাপত্তাহীনতা।

তবে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সীমিত। কিছু নথি অনুযায়ী, জাপানে সংরক্ষিত কিছু সোনা ও অলঙ্কার পরবর্তীকালে ভারত সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে;

- কতটা সম্পদ জমা পড়েছিল?
- কতটা ফেরত এসেছিল?
- কতটা হারিয়ে গিয়েছিল?

এই প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর আজও স্পষ্ট নয়। নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে ভারত সরকার একাধিক তদন্ত কমিশন গঠন করলেও, সোনা ও সম্পদের বিষয়ে খুব সীমিত অনুসন্ধান হয়েছে।

বিভিন্ন তদন্তে সম্পদের প্রসঙ্গ এলেও সেটি মূল তদন্তের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠেনি। ফলে অনেক প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত থেকে যায়।

ইতিহাসবিদদের মতভেদ

এই রহস্য নিয়ে গবেষকদের মধ্যে তিনটি প্রধান মত রয়েছে।

প্রথম মত

- বিমান দুর্ঘটনায় সম্পদের বড় অংশ ধ্বংস হয়।

দ্বিতীয় মত

- সম্পদের একটি অংশ উদ্ধার হয়েছিল, কিন্তু বাকিটা যুদ্ধের বিশৃঙ্খলায় হারিয়ে যায়।

তৃতীয় মত

- সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আত্মসাৎ করা হয়েছিল এবং তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব কখনও প্রকাশিত হয়নি।

এই তৃতীয় মতটিই সবচেয়ে বিতর্কিত, কারণ এর পক্ষে সন্দেহ ও কিছু নথিগত অসামঞ্জস্য থাকলেও সিদ্ধান্তমূলক প্রমাণ এখনো সামনে আসেনি।

কেন রহস্যের সমাধান হয়নি?

এর কয়েকটি কারণ হতে পারে;

- প্রথমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বহু সরকারি নথি ধ্বংস হয়ে যায়।
- দ্বিতীয়ত, জাপান, ব্রিটেন, ভারত এবং অন্যান্য দেশের নথি এক জায়গায় নেই।
- তৃতীয়ত, বহু প্রত্যক্ষদর্শী আর জীবিত নেই।

চতুর্থত, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ায় অনেক তথ্য যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

নেতাজির প্রতি মানুষের আস্থা ছিল অসাধারণ।সেই সময় মানুষ বিশ্বাস করত, তাঁদের দান স্বাধীন ভারতের জন্য ব্যবহৃত হবে। এই কারণেই হাজার হাজার পরিবার নিজেদের সঞ্চয় পর্যন্ত দান করেছিল।

এই ত্যাগ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সহায়তা ছিল না; এটি ছিল স্বাধীনতার প্রতি অটল বিশ্বাসের প্রকাশ।

স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সময়ে বিরোধী দল, গবেষক এবং নেতাজি-অনুরাগীরা দাবি করেছেন;

আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পদের পূর্ণাঙ্গ হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত।

তাঁদের মতে; সমস্ত সরকারি নথি প্রকাশ করতে হবে।বিদেশি আর্কাইভের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় গবেষণা চালাতে হবে।হারিয়ে যাওয়া সম্পদের অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করতে হবে।

অন্যদিকে সরকারি অবস্থান সাধারণত এই যে, উপলব্ধ নথির ভিত্তিতে যতটা সম্ভব তথ্য ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অনেক রেকর্ড আর অস্তিত্বেই নেই। ভারত, জাপান, ব্রিটেন এবং অন্যান্য দেশের আর্কাইভে এখনও গবেষণা চলছে। নতুন নথি প্রকাশিত হলে ইতিহাসের কিছু অজানা অধ্যায় সামনে আসতে পারে। তবে এত বছর পর সম্পূর্ণ সত্য উদ্ঘাটন করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পদের রহস্য শুধু হারিয়ে যাওয়া সোনা বা টাকার গল্প নয়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়; স্বাধীনতার জন্য মানুষ কত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছিল।

অসংখ্য সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবনের সঞ্চয় দেশের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের সেই অবদান আজও ইতিহাসের অন্যতম অনুপ্রেরণামূলক অধ্যায়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কোটি টাকার নগদ অর্থ, সোনা ও মূল্যবান সম্পদের প্রকৃত পরিণতি আজও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। বিভিন্ন নথি, সাক্ষ্য এবং তদন্ত থেকে বোঝা যায় যে সম্পদের একটি অংশ উদ্ধার হয়ে সরকারি হেফাজতে পৌঁছেছিল, আবার একটি অংশ যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলায় হারিয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে কিছু গবেষক সম্ভাব্য আত্মসাতের অভিযোগও তুলেছেন, কিন্তু সেই দাবিগুলোর পক্ষে এখনো চূড়ান্ত ও সর্বজনস্বীকৃত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ইতিহাসের বিচারে সবচেয়ে নিশ্চিত সত্য হলো;এই সম্পদ ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষ অকাতরে দান করেছিলেন। সেই ত্যাগের মূল্য অর্থের অঙ্কে মাপা যায় না। তাই আজাদ হিন্দ ফৌজের হারিয়ে যাওয়া সম্পদের রহস্য যতই আকর্ষণীয় হোক, তার চেয়েও বড় সত্য হলো লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং স্বাধীনতার প্রতি অটল বিশ্বাস, যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতের স্বাধীনতার লড়াই কখনোই সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে না। তাই আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য একটি স্বনির্ভর অর্থভিত্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন তিনি।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারিতে রেঙ্গুনে নেতাজির ৪৮তম জন্মদিন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে তাঁকে সোনার সঙ্গে ওজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠান থেকেই প্রায় ৮০ কেজি সোনা এবং তৎকালীন মূল্যে প্রায় ২ কোটি টাকা সংগ্রহ হয়। শুধু তাই নয়, বার্মায় একটি সুগার এস্টেট ও বিস্তীর্ণ কৃষিজমিও আজাদ হিন্দ ফৌজের নামে দান করা হয়েছিল।

কিন্তু ১৯৪৫ সালের আগস্টে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর জাপান আত্মসমর্পণ করে। নেতাজি বুঝতে পারেন, সিঙ্গাপুর দ্রুত ব্রিটিশদের দখলে চলে যাবে। তাই ১৬ আগস্ট তিনি আইএনএ-র তহবিল সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাংককে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে সৈন্য ও কর্মীদের তিন মাসের অগ্রিম বেতন প্রদান করে তিনি ঘোষণা করেন;জাপান আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজ নয়।

সমস্ত হিসাব মিটিয়ে দেওয়ার পরও বিপুল পরিমাণ সোনা ও নগদ অর্থ অবশিষ্ট ছিল। নেতাজির ব্যক্তিগত সচিব কুন্দন সিংয়ের বিবরণ অনুযায়ী, সেই সম্পদ চারটি বড় বাক্সে ভরে রাখা হয়। এর মধ্যে অ্যাডলফ হিটলারের উপহার দেওয়া একটি সোনার সিগারেট কেসও ছিল। চারটি বাক্সের মোট ওজন ছিল প্রায় আড়াই মণ। ১৭ আগস্ট নেতাজি সেই সম্পদ নিয়ে ব্যাংকক থেকে সাইগনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পরিকল্পনা ছিল সেখান থেকে মাঞ্চুরিয়ায় যাওয়ার। কিন্তু বিমান সংকটের কারণে শেষ পর্যন্ত ১৮ আগস্ট একটি জাপানি মিৎসুবিশি বিমানে মাত্র দুটি আসনের ব্যবস্থা হয়। অতিরিক্ত ওজনের কারণে সিদ্ধান্ত নিতে হয়; হয় কর্নেল হাবিবুর রহমান, নয়তো চারটি বাক্স। শেষ পর্যন্ত হাবিবুর রহমান এবং সেই বাক্সগুলো নিয়েই বিমানটি উড্ডয়ন করে।

এরপর তাইহোকু (বর্তমান তাইপে, তাইওয়ান) বিমানবন্দরের কাছে বিমান দুর্ঘটনার খবর সামনে আসে। দুর্ঘটনার পর উদ্ধার হওয়া বাক্সগুলো সিল করে টোকিওতে পাঠানো হয়েছিল বলে দাবি করা হয়।কিন্তু এখান থেকেই শুরু হয় সবচেয়ে বড় রহস্য।

১৯৫২ সালে জাপান থেকে ভারতে যে সম্পদ ফেরত আসে এবং ন্যাশনাল মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়, তার ওজন ছিল মাত্র ১১ কেজি। অথচ কুন্দন সিং তদন্ত কমিটির কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন, সাইগনগামী বিমানে অন্তত ৮০ কেজি সোনা তোলা হয়েছিল। ভারতে ফেরত আসা সামগ্রীর বেশিরভাগই ছিল আগুনে পোড়া ও গলে যাওয়া গহনার টুকরো।তাহলে বাকি সোনা কোথায় গেল? কোটি কোটি টাকার নগদ অর্থের কী পরিণতি হয়েছিল? দুর্ঘটনার পরে কি সম্পদের একটি অংশ হারিয়ে যায়, নাকি অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়েছিল? এই প্রশ্নগুলোর নির্ভরযোগ্য ও সর্বসম্মত উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন তদন্ত কমিশন ও গবেষণায় নানা মত উঠে এলেও, নেতাজির সেই বিপুল যুদ্ধতহবিলের প্রকৃত পরিণতি আজও ভারতের ইতিহাসের অন্যতম বড় অমীমাংসিত রহস্য হয়ে রয়েছে।

কর্নেল হাবিবুর রহমান আজাদ হিন্দ ফৌজের বিপুল ধন সম্পদের বাক্সগুলো নিয়েই বিমানটি উড্ডয়ন করেছিলেন তা বলা হয়। এই কর্নেল হাবিবুর রহমান ছিলেন নেতাজির শেষ যাত্রার ভারতীয় সঙ্গী। তাহলে কি অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবেই কি হাবিবুল রহমান - কে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়....? না এর পেছনে সত্যি বড় কোনো রহস্য ছিল - নেহেরু - গান্ধী কেন সত্যের উদঘাটন নিয়ে চুপ ছিল...? নেতাজির সাজানো এই বিমান দুর্ঘটনার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু নেতাজির পরিবারকে মাসিক কিছু অর্থ দিত...! সেই অর্থ রহস্য কি ছিল কোন পরিকল্পিত ঘটনাকে সাজানো ...? নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির হাতের ঘড়ি বলিয়া হাবিবুর রহমান এর ঘড়ি রহস্য তা খোলসা করে জনসমক্ষে বলা হোক...? সাধারণ মানুষ জানতে চায়!

কোট-আনকোট

বাচ্চাদের ক্ষমা চাওয়ানোর জন্য চাপ দেওয়া চলছে। নানা ভাবে পড়ুয়াদের হেনস্থা করা হচ্ছে। মহিলাদের বাড়িতে গুন্ডা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার পর বলা হচ্ছে, ক্ষমা করে দেওয়া হল। এই রাজনীতি ননসেন্স।

রাহুল গান্ধি, বিরোধী দলনেতা, লোকসভা

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রাঁচি থেকে এসটিএফের জালে কয়লা ব্যবসায়ী শেখ শামসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অবৈধ কয়লা কারবারের বিরুদ্ধে তদন্তে বড় পদক্ষেপ। রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর জালে ধরা পড়লেন খনি অঞ্চলের পরিচিত কয়লা ব্যবসায়ী শেখ শামসের হোসেন। সূত্রের দাবি, ঝাড়খণ্ডের রাঁচি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই গ্রেপ্তারির খবর ছড়াতেই পশ্চিম বর্ধমানের খনি অঞ্চলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

অন্ডাল থানার বহুলা এলাকার বাসিন্দা শেখ শামসেরের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ কয়লা ব্যবসা ও পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল। তবে কোন মামলায় বা ঠিক কী অভিযোগের ভিত্তিতে এসটিএফ তাকে গ্রেপ্তার করেছে, সে বিষয়ে এখনও সরকারিভাবে কোনও তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তদন্তের স্বার্থে মুখে কুলুপ এঁটেছে তদন্তকারী সংস্থা। তবে তদন্তকারী মহলের একাংশের ধারণা, এই গ্রেপ্তারি শুধুমাত্র একজন ব্যবসায়ীকে ঘিরে নয়, এর সূত্র ধরে অবৈধ কয়লা পাচার চক্রের বিস্তৃত নেটওয়ার্কের হদিস মিলতে পারে। তদন্তে উঠে আসতে পারে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। যদিও এই সম্ভাবনার বিষয়ে এখনও সরকারি কোনও নিশ্চিত তথ্য নেই। খনি অঞ্চলে শেখ শামসেরের গ্রেপ্তারিকে ঘিরে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। কারা তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, আর তদন্তের পরবর্তী ধাপে কারা তদন্তের আওতায় আসতে পারেন, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরছে চায়ের আড্ডা থেকে প্রশাসনিক মহল পর্যন্ত। সরকারিভাবে অভিযোগের বিস্তারিত প্রকাশ এবং এসটিএফের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই এখন নজর সকলের।

২০০ মহিলা চালকের মাথায় হেলমেট তুলে দিলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বুধবার বার্নপুরের ত্রিবেণী মোড়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলের বিশেষ উদ্যোগে, প্রায় ২০০ জন মহিলা বাইক ও স্কুটি চালকের হাতে উন্নত হেলমেট তুলে দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, সমাজের পথনিরাপত্তা বজায় রাখা ও দুর্ঘটনা রোধে কেবল সরকারের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না, সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল হতে হবে। বর্তমানে মহিলারা গৃহ কর্মের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও সমানভাবে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন এবং নিত্যদিনের প্রয়োজনে স্কুটি বা বাইক ব্যবহার করছেন। কিন্তু অনেক সময় উপযুক্ত হেলমেট না পরায় পথদুর্ঘটনায় মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে। শুধু দুর্ঘটনাগ্রস্তের জীবন হানি নয়, সংসারেও নেমে আসে অন্ধকার। মন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, পুলিশের জরিমানা বা ট্রাফিক আইনি কড়াকড়ির ভয়ে নয়, নিজের ও পরিবারের সুরক্ষার স্বার্থে বাইক ও স্কুটি চালক এবং পেছনে বসা আরোহী উভয়েরই হেলমেট পরা উচিত। এদিনের অনুষ্ঠানে হেলমেট হাতে পেয়ে মহিলারা আনন্দিত হলেন তো বটেই, অনেকেই বললেন তারা নিজেরাও পড়বেন এবং অন্যদেরও হেলমেট পড়ার পরামর্শ দেবেন।

স্কুলে মিলবে আরও নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য

বায়োডিজেল তৈরির সিদ্ধান্ত উঠে এল বীরভূম জেলা খাদ্য নিরাপত্তার বৈঠকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: স্কুলে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করতে পরিকল্পনাভুক্ত বীরভূম ও রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলায় চালু হবে 'ইট রাইট ইন্ডিয়া'। সরকারি ও বেসরকারি কয়েকটি স্কুলকে ইট রাইট ইন্ডিয়ার অধীনে এনে খাদ্য নিরাপত্তা আরো সুনিশ্চিত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল খাদ্য নিরাপত্তার বৈঠকে। জেলা প্রশাসন ভবনে বুধবার জেলাশাসক ধবল জৈনের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকেরা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রেরণা সিউড়ি বীরভূম ও বাণিজ্য সংগঠন সিউড়ি মার্চেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) কৌশিক সিনহা, বীরভূম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর শুভ্রত ঘোষ, ডেপুটি সিএমওএইচ-২ ডা. মৃণালকান্তি ঘোষ, বীরভূম স্বাস্থ্য জেলার ফুড সেফটি অফিসার সৌরভ বসাক, রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার ফোর সেফটি অফিসার এমদাদুল হক প্রমুখ। জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও তার উন্নতিসাধন করার লক্ষ্য নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা করা হয়। ভারতীয় খাদ্যের সুরক্ষা ও মান নির্ধারণ ও খাবার তৈরি ও বিক্রির দেখাশোনার উপর নিয়ন্ত্রণ করেন ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। বীরভূম ও রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলায় খাদ্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান এবং পুনর্নবীকরণ, জনসচেতনতা ও খাদ্য স্বাস্থ্যবিধির প্রচার অভিযান, খাদ্যে ভেজাল ও বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জেলার ব্যবসায়ীদের ব্যবহৃত রান্নার তেলকে নিরাপদে সংগ্রহ করে বায়োডিজেল তৈরির রূপান্তর করার দেশব্যাপী প্রক্রিয়ায় এবার যুক্ত হতে চলেছে বীরভূম। আর এরফলে বারবার ব্যবহৃত স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর তেল খাদ্য নিরাপত্তায় ঝুঁকি কমাবে এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি তৈরিতে সহযোগী হবে বলে বৈঠকে জানান খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের আধিকারিকেরা। জেলাশাসক বলেন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুলিকে জনস্বার্থে আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে বীরভূম জেলায় নিয়ম মেনে খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভূমিকা নিতে হবে ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষকেও।

তারকেশ্বরে টাকা নিয়ে স্পেশ্যাল লাইনে ঢোকাতে না পারায় দালালকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: তারকেশ্বরে টাকার বিনিময়ে জল ঢালার ব্যবস্থা করে দিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন দালালরাও। তাঁদের খপ্পরে পড়ে অনেক মানুষ প্রতারিতও হচ্ছেন। শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বর মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালা নিয়ে নানা অনিয়মের অভিযোগে সরব পুণ্যার্থীরা। তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন অনেকে। অভিযোগ উঠছে, একদিকে যখন জল ঢালার জন্য সাধারণ পুণ্যার্থীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে, তখন টাকা দিলেই খুব সহজেই মন্দিরে ঢোকা যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, পুণ্যার্থীদের এই হয়রানির জন্য দায়ী কে? সরকারি আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, প্রশাসনের তরফে কারও কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে না। স্পেশ্যাল লাইনে ঢোকানোর জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষ পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে টাকা তুলছেন। যেহেতু মন্দিরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রশাসন কোনও ভাবেই নাক গলায় না, তাই এ ক্ষেত্রে প্রশাসনের হাত-পা বাঁধা। শ্রাবণী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন, এই মেলাকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলা হবে। তার জন্য বিপুল অর্থ খরচ করছে সরকার। তাই ভক্ত সমাগমও হয়েছে ব্যাপক। তারকেশ্বর মন্দিরে জল ঢালার জন্য পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মুহূর্তে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। তাতে বেশ বিড়ম্বনায় পড়েছে শাসকদল। তারকেশ্বর মন্দিরে লাগামছাড়া ভিড় এবং পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে টাকা চাওয়া নিয়ে পুণ্যার্থীদের ক্ষোভের বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো (ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করা হয়নি) ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমনই একটি ভাইরাল ভিডিয়োতে একজনকে ক্যামেরার সামনে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'টাকা দিয়ে জল ঢালা হচ্ছে এখানে। যাঁদের পয়সা আছে, তাঁরাই শুধু যেতে পারবে! আমরা যেতে পারব না!' মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে এক ভক্তকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'জল ঢালা নিয়েও দুর্নীতি হচ্ছে। জোর করে স্পেশ্যাল লাইনে ঢুকিয়ে দিয়ে টাকা চাওয়া হচ্ছে। এই টাকা যাচ্ছে কোথায়?' পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে স্পেশ্যাল লাইনে ঢোকাতে না পারায় এক দালালকে মারধরের ঘটনাও ঘটেছে। সেই ভিডিয়ো-ও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জল ঢালার স্পেশ্যাল লাইন তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অনেকে। বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, 'এই বিষয়গুলি মন্দির কর্তৃপক্ষ দেখেন। এই বিষয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই।'

কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু ১২৫ দিনের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বুধবার থেকে শুরু হয় কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে জব কার্ড হোল্ডারদের নিয়ে ১২৫ দিনের কাজ। বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে এদিন কাজের সূচনা করা হয়। বুধবার সকালে পানাগড় রেল পাড়ে শ্মশান কালী মন্দির সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষ রোপনের কাজ শুরু হয়। কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এদিন এই কাজের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতের সদস্যরা ও কর্মীরা। কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা আনন্দ কুমার জানিয়েছেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়েছে। যে সমস্ত জব কার্ড হোল্ডাররা রয়েছেন, তাদের রোজগারের জন্যই ১২৫ দিনের কাজ শুরু হয়েছে। সেই সমস্ত জব কার্ড হোল্ডারদের নিয়ে রেলপারে কাজ শুরু হয়েছে। কয়েক লক্ষ টাকার এই প্রকল্পে কাজ পেয়ে খুশি জব কার্ড হোল্ডাররা।

আপ রাঁচি হাতিয়ায় যান্ত্রিক ত্রুটি

বাতিল ট্রেনে হয়রানির শিকার যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বুধবার সকালে পানাগড় স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে আপ বর্ধমান হাতিয়া এক্সপ্রেস। যার জেরে বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে একাধিক ট্রেন। বুধবার সকালে ট্রেনটি বর্ধমান স্টেশন ছেড়ে মানকর স্টেশন ঢোকার পর সেখানে ট্রেনের একটি বগির নীচে ব্রেক বাইন্ডিং-এ সমস্যা দেখা দেয়। ফলে প্রথমে মানকর স্টেশনে ট্রেনটিকে দাঁড় করানো হয়, পরে পানাগড় স্টেশনে ট্রেনটিকে দাঁড় করানো হয়। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ট্রেনটিকে মেরামত করার চেষ্টা করলে মেরামত করা যায় নি। ওই অবস্থায় পরে ট্রেনটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় দুর্গাপুরের দিকে। ঘণ্টা খানেক ধরে এই ঘটনার জেরে আপ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে বিভিন্ন দূরপাল্লার একাধিক ট্রেন।ঘটনার জেরে চরম যাত্রী হয়রানির হয়। রেল দফতরের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলেন যাত্রীরা। যদিও পরে ট্রেনটি রানিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছালেও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ফের ট্রেনটিকে দুর্গাপুর স্টেশনে আনা হয়। সেখানেই মেরামতের কাজ শুরু হয়। পাশাপাশি রাঁচি হাতিয়া ট্রেনটিকে বুধবার বাতিল করা হয়। মেরামতের পর সেটিকে ফের রাঁচির পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার ফের ট্রেন টিকে রাঁচির উদ্দেশে ছাড়া হবে বলে রেল দপ্তর সূত্রে খবর। যাত্রীদের অভিযোগ, ট্রেনটি যখন বর্ধমান থেকে ছেড়ে বের হয়। তখনই বেশ কিছুটা সময় পরেই স্টেশন ছাড়ে। পরে পারাজ স্টেশন পার হওয়ার পর থেকেই সমস্যা দেখা দেয়। ক্রমশই ধীরে হয়ে থাকে ট্রেনটি। পরে মানকর ও পানাগড় স্টেশনে দাঁড় করিয়েও কোনও কাজ হয় নি। টানতে টানতে রানিগঞ্জ স্টেশন পৌঁছালেও আর এগোয় নি। বিশেষত মাইকে জানিয়ে দেওয়া হয় ট্রেনটি দুর্গাপুরে ফেরত যাবে। আজকের মত ট্রেনটিকে বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ, ট্রেনটি ছাড়ার সময় বা তার আগে কেন রেল কর্মীরা সেটিকে পরীক্ষা করেন না। অনেকেই ধানবাদ, গোমো বা রাঁচি যাবেন। গোমো পর্যন্ত বিকল্প ট্রেন থাকলেও রাঁচি যারা যাবে তাদের সমস্যা। কেউ সময় তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না। সবথেকে বড় বিষয় হল ট্রেনটি বর্ধমান থেকে ছাড়ে সকাল সাড়ে ৬টায়, হাতিয়া পৌঁছায় বিকাল ৫টা ৫০ মিনিটে। প্রতিটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায়। লোকাল ট্রেনের মতো প্রতিটা স্টেশনে দাঁড়ালেও এই ট্রেনের ভাড়া ১২৫টাকা। মেমু এক্সপ্রেস হলেও সমস্ত স্টেশনে কেন দাঁড়ায় সেটার উত্তর কেউ পায় না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ
বিজ্ঞপ্তি

১লা আগস্ট ২০২৬, থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কেরোসিন তেলের দাম পুনঃনির্ধারণ করেছেন।
এর ফলে, আগস্ট মাসের প্রাপ্য নীল কেরোসিন তেল যা কলকাতা-বিধাননগরের স্থানীয় বিক্রেতার কাছে ১লা আগস্ট ২০২৬ বা তার পরে পৌঁছবে, তার দাম লিটার প্রতি ৬৪ টাকা ০৬ পয়সা থেকে ৬৪ টাকা ৬৭ পয়সার মধ্যে হবে।

আদেশানুসারে,
অধিকর্তা, ভোগ্যপণ্য অধিকার
ICA- N 198(3)/2026

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড
CIN : L15122WB2007PLC162762
নিবন্ধিত কার্যালয়: হায়াত রিজেন্সি, কলকাতা,
জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ১০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন: ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/১৩৪৬, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬,
ই-মেইল আইডি: investorrelations@ahleast.com ওয়েবসাইট: www.ahleast.com

১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং তথ্য ও বুক ক্লোজার

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড (কোম্পানি)-এর ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১:০০ টায়** টু ওয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)-এর মাধ্যমে কোম্পানির ১৯তম এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।
এমসিএ (MCA) কর্তৃক জারি করা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য সার্কুলারের সাথে পঠিত এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সেবি সার্কুলার এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য সার্কুলারের সাথে পঠিত বিধান অনুসারে, ১৯তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের ১৯তম বার্ষিক প্রতিবেদন বুধবার, ৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা আরটিএ এবং ডিপোজিটরিগুলির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) মেনে, বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ যেখানে উপলব্ধ রয়েছে তার সঠিক পাথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী একটি চিঠি একই সাথে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের পাঠানো হয়েছে যারা কোম্পানি/কোনো ডিপোজিটরির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি। ১৯তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক বছরের ১৯তম বার্ষিক প্রতিবেদন নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ রয়েছে: www.ahleast.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.evoting.nsdl.com।
এজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশাবলী
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং এর সাথে পঠিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (সংশোধিত)-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি এজিএম-এ সম্পাদিতব্য বিষয়াদির সাপেক্ষে এনএসডিএল -কে ই-ভোটিং সংস্থা হিসেবে ব্যবহার করে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের ওপর সদস্যদের এজিএম-এর পূর্বে ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধাও প্রদান করবে।
সমস্ত সদস্যদের আরও জানানো যাচ্ছে যে:
১. রিমোট ই-ভোটিং সোমবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং বুধবার, ২৬ আগস্ট, ২০২৬ বিকেল ৫:০০ টায় শেষ হবে। এরপরে ই-ভোটিংয়ের জন্য রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে এবং উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে এর অনুমতি দেওয়া হবে না এবং একবার কোনো সদস্য কোনো রেজোলিউশনের ওপর ভোট দিলে, তাকে পরবর্তীকালে তা পরিবর্তন করতে দেওয়া হবে না।
২. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হলো শুক্রবার, ২১ আগস্ট, ২০২৬।
৩. যে ব্যক্তি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.com-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনো ব্যক্তি রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর কাছে আগে থেকেই নিবন্ধিত থাকেন, তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
৪. যে সমস্ত সদস্য এজিএম-এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এও উপস্থিত থাকতে পারেন তবে তারা পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। কাট-অফ তারিখে আরটিএ/ডিপোজিটরিগুলোর দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বেনিফিশিয়াল ওনারদের রেজিস্টার বা সদস্যদের রেজিস্টারে যার নাম লিপিবদ্ধ আছে, তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা বা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৫. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা তাদের ই-মেইল আইডি বা কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করেননি, তাদের ডিপি-এর পরামর্শ অনুযায়ী তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ভৌত মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করেননি, তাদের যথাযথভাবে পূরণকৃত ও স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১ (প্যান, কেওয়াইসি বিবরণ বা এগুলির পরিবর্তন/আপডেট নিবন্ধনের ফর্ম) কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট: কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড, সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট নং ৩১ ও ৩২ ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানকরামগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লি মণ্ডল, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০৩২, তেলেঙ্গানা, ভারত-এর ঠিকানায় অথবা einward.ris@kfintech.com-এ ই-মেইল করে পাঠিয়ে তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
কোনো জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, সদস্যরা https://evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য 'ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস' (FAQs) এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা আরও স্পষ্টীকরণের জন্য investorrelations@ahleast.com বা evoting@nsdl.co.in-এ ই-মেইল পাঠাতে পারেন।
বুক ক্লোজার
এজিএম-এর উদ্দেশ্যে সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক শনিবার, ২২ আগস্ট, ২০২৬ থেকে বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌমেন চ্যাটার্জি
চিফ লিগাল অফিসার ও কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৬

সাহারা হাউজিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেড
CIN: L18100WB1991PLC099782
রেজি. এবং কর্প. অফিস: ৪৬, ডা. সুন্দরী মোহন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন: +৯১৩৩২২৮৯০৫৪৮/ ৬৭০৮
ইমেল: info.saharahousingfina@gmail.com / info.saharahousingfina@sahara.in
ওয়েবসাইট: www.saharahousingfina.com
বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯ এবং ৪৭ অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে,অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে **৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য** কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য **বুধবার, ১২ আগস্ট, ২০২৬** তারিখে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
এই তথ্যটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.saharahousingfina.com এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।
সাহারা হাউজিংফিনা কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সাধন সরকার
DIN: 10519231
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৫.০৮.২০২৬

ফর্ম জি-এর সংশোধনী (মার্টিনা বায়ো জেনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড)
ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৬এ-এর উপ-রেগুলেশন (১)-এর অধীনে মার্টিনা বায়ো জেনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ফর্ম জি-তে গত ২১.০৭.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট -এর আমন্ত্রণের সূত্র ধরে জানানো যাচ্ছে যে, এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট গ্রহণের শেষ তারিখ এতদ্বারা ১৭.০৮.২০২৬ পর্যন্ত বাড়ানো হলো, অন্যান্য তারিখগুলি সেই অনুযায়ী বাড়ানো হবে এবং ফর্ম-জি-তে আর কোনো পরিবর্তন করা হবে না।

ক্রম	বিবরণ	মূল	সংশোধিত
১.	এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট গ্রহণের শেষ তারিখ	০৭-০৮-২০২৬	১৭-০৮-২০২৬
২.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা জারির তারিখ	১৪-০৮-২০২৬	২৪-০৮-২০২৬
৩.	অস্থায়ী তালিকার বিরুদ্ধে আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২০-০৮-২০২৬	৩০-০৮-২০২৬
৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা জারির তারিখ	৩১-০৮-২০২৬	১০-০৯-২০২৬
৫.	ইনফরমেশন মেমোরেন্ডাম, ইভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক্স এবং সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে রেজোলিউশন প্ল্যানের অনুরোধ জারির তারিখ	০৪-০৯-২০২৬	১৪-০৯-২০২৬
৬.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০৫-১০-২০২৬	১৫-১০-২০২৬

স্বা/-
জিতেন্দ্র লোহিয়া
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
মার্টিনা বায়ো জেনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড
রেজি নং: IBBI/IPA-001/IP-P00170/2017-2018/10339
নিবন্ধিত ঠিকানা: ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২০
নিবন্ধিত ই-মেইল- jitulohia@knjainco.com / cirp.mbgpl@gmail.com
এএফএ নং: AA1/10339/02/300627/109129, এএফএ-এর মেয়াদ -৩০-জুন-২৭ পর্যন্ত
তারিখ : ০৫.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা

লক্ষ্য করুন ! আয়ুষ ডাক্তারগণ
হাওড়া ডিভিশনের ব্যান্ডেলের হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারির জন্য চুক্তির ভিত্তিতে হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্টিশনার নিয়োগ
সংশোধনী
জমা করার শেষ তারিখ সম্প্রসারণ
হাওড়া ডিভিশনের ব্যান্ডেলের হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারিতে আয়ুষ সিস্টেমের অধীনে চুক্তির ভিত্তিতে একজন (০১) হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্টিশনার (কনসালট্যান্ট) নিয়োগ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে, **আবেদন জমা করার শেষ তারিখ ২৮.০৮.২০২৬ পর্যন্ত (বিকাল ৪টা অবধি) সম্প্রসারণ করা হয়েছে।** মূল বিজ্ঞপ্তির সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। বিশদ বিজ্ঞপ্তি, যোগ্যতার মানদণ্ড, আবেদনের বয়ান এবং অন্যান্য নির্দেশাবলীর জন্য পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনের নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট দেখুন: **https://er.indianrailways.gov.in** About Us → Departments → Personnel → Important Notices
চেয়ারপার্সন, ডিএসবিএফ কমিটি এবং সিনি. ডিপিও, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এসবিআই সিআইটি রোড শাখা (০১১৪০)
পি-৩৫, সিআইটি রোড (চাকদা হাউস), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৪
সোনার অলঙ্কারের নিলাম বিজ্ঞপ্তি

মহ. বাবলু (অ্যাকাউন্ট নং ২০১২০৭১২০৮১) এসবিআই সি.আই.টি রোড শাখা থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, সময়সূচী অনুযায়ী তা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যিনি/যাঁরা সঠিকভাবে নোটিশ/নোটিশের জবাব দেননি বা নোটিশ অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত পাঠানো হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) **১৮.০৮.২০২৬** তারিখের আগে পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাঙ্ক কোনো পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি বিক্রি করবে। নিলামের দিনে, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নে উল্লিখিত সময় এবং তারিখে শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : মহ. বাবলু (অ্যাকাউন্ট নং ২০১২০৭১২০৮১)

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারেট)	স্বর্ণের অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৮.০৮.২০২৬	বিকাল ৪ টা থেকে বিকাল ৫ টা	২০ ক্যারেট	গ্রস ওজন ৮.৯৬ গ্রাম নেট ওজন ৮.০৬ গ্রাম	১ টি চেইন

তারিখ: ০৬.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই সিআইটি রোড

এনপিআর ফাইনান্স লিমিটেড
৬ষ্ঠ ফ্লোর, ইউনিট নং-৬১১, অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি@৫, স্ট্রিট নং-১৮, বিএন-ব্লক, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১ CIN - L65921WB1989PLC047091
ইমেল- npr1@nprfinance.com ফোন নং- ০৩৩ ৪৮৪৯ ৬৪৯০ ওয়েবসাইট: www.nprfinance.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য স্পেশাল উইন্ডো

সেবি তার ৩০/০১/২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026-এর মাধ্যমে ০১/০৪/২০১৯ তারিখের পূর্বে বিক্রিত/ক্রয়কৃত ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের ("ডিম্যাট") জন্য স্পেশাল উইন্ডো খোলার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।
এই স্পেশাল উইন্ডোটি সেই সমস্ত হস্তান্তরের অনুরোধগুলির জন্যও উপলব্ধ থাকবে যা আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্রে ঘাটতি/প্রক্রিয়াগত ত্রুটি/বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া হয়েছিল/বিবেচনা করা হয়নি। এইভাবে হস্তান্তরিত সিকিউরিটিজগুলি বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ট্রান্সফারির কাছে ক্রেডিট করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য লক-ইন পিরিয়ডে থাকবে। উক্ত লক-ইন পিরিয়ড চলাকালীন এই সিকিউরিটিগুলি হস্তান্তর/লিয়েন-মার্ক/বন্ধক রাখা যাবে না।
এই স্পেশাল উইন্ডোটি ০৫/০২/২০২৬ থেকে ০৪/০২/২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য খোলা থাকবে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা উপরোক্ত উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাদের হস্তান্তরের অনুরোধ প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ কোম্পানির আরটিএ- মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম ফ্লোর, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা ৭০০ ০১৭ (যোগাযোগ নং (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮, ই-মেইল: nichetechpl@nichetechpl.com, ওয়েবসাইট: www.nichetechpl.com)-এর ঠিকানায় অথবা আরও সহায়তার জন্য কোম্পানির কাছে investors@nprfinance.com ই-মেইলে জমা দিতে পারেন।
উপরে উল্লিখিত সেবি সার্কুলার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.nprfinance.com)-এ উপলব্ধ রয়েছে।
এনপিআর ফাইনান্স লি.-এর পক্ষে
ঋতিকা বর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং F10291
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০৮.২০২৬

উন্নীত বেতনমানের অনুমোদন সংক্রান্ত রায় বাস্তবায়ন
বিবাদীপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলী মান্য করে এবং রেলওয়ে বোর্ডের ১৭.০৪.২০২৬ তারিখের লেটার নং. পিসি–V/২০১৫/সিসি/৩/ইআর–এর নির্দেশ অনুযায়ী ডব্লু.পি.(সি) নং. ২৫২৭/২০১৬ (প্রফুল্ল রঞ্জন হাওলাদার ও অন্যান্য বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য)–তে মাননীয় দিল্লী হাইকোর্টের ২২.০১.২০২০ তারিখের রায় বাস্তবায়ন।
মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী অনুযায়ী, অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টের যোগ্য কর্মচারীদের **১৯.০২.২০০৩** তারিখের পরিবর্তে প্রকৃত ভিত্তিতে **০১.০১.১৯৯৬** তারিখ থেকে উন্নীত বেতনমানের অনুমোদন সংক্রান্ত মাননীয় দিল্লী হাইকোর্টের রায় পূর্ব রেলওয়ে বাস্তবায়ন করছে।
কর্মচারীগণ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ এবং/অথবা আইনী উত্তরাধিকারীগণ যাঁদের নাম ওয়েবসাইটে উপলব্ধ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে এখনও যোগাযোগ করেন নি এবং/অথবা তাঁদের নিজ নিজ মামলায় কোর্টের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা করেন নি।
তদনুসারে, **ওয়েবসাইটে উপলব্ধ বিজ্ঞপ্তিতে** নাম থাকা সকল ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে **০৭ (সাত) দিনের** মধ্যে পূর্ব রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন এবং নিজেদের দাবী প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিচয়ের প্রমাণ এবং প্রয়োজন অনুসারে মৃত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আইনি উত্তরাধিকার/সাকসেশন নথিপত্র সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা করুন।
এতদ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে যে নীচে প্রদত্ত ইমেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে নিম্নলিখিত আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনঃ
(১) শ্রী কান্ত স্বাহী, এএফএ/অ্যাডমিন, মোবাইল নং. ৯০০২০২০১৪০
(২) শ্রী ননীন কুমার, এসএসও(এ), মোবাইল নং. ৯০০২০২৫১৪১
(৩) শ্রী এস.কে.দাস, সিনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট, মোবাইল নং. ৯০৮৮৬৮৫৬৭৭
ইমেলঃ caoadmner@gmail.com
বিবাদীপক্ষের তালিকা (কর্মচারীগণ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ এবং আইনী উত্তরাধিকারীগণ) নিম্নলিখিত অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছেঃ **http://er.indianrailways. gov.in→About Us→ Departments→Accounts→ Notifications**।
উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে
ডেপুটি সিএও/জি
অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট, কলকাতা
তারিখঃ ০৫.০৮.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
সাগরদিঘি শাখা
লালগোলা মহারাজা রোড, পোঃ - রঘুনাথগঞ্জ
থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২২২৫
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-IV এ [রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধির সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাগরদিঘি শাখা** (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাগরদিঘি শাখা** (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর বকেয়া **৪২,৯২,৩১৩.০০ টাকা** (বিয়াল্লিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার তিনশো তেরো টাকা) **যা ০৪.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়ের জন্য **শ্রীমতী জেসমিন বিবি (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)**, স্বামী- আজারুল হক, গ্রাম- পোপাড়া, সাগরদিঘি, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২২৬ এবং **শ্রী আজারুল হক (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা)**, পিতা- নজরুর হক, গ্রাম- পোপাড়া, সাগরদিঘি, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২২৬-এর থেকে আদায়ের লক্ষ্যে **১৫.০৯.২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে যা আছে' এবং 'যাই থাক না কেন'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলো:

ক্র. নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টার(গণ)-এর নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) **শ্রীমতী জেসমিন বিবি (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** স্বামী- আজারুল হক গ্রাম- পোপাড়া, সাগরদিঘি, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২২২৬ **শ্রী আজারুল হক (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা)** পিতা- নজরুর হক গ্রাম- পোপাড়া, সাগরদিঘি, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২২২৬ খ) **সাগরদিঘি শাখা**	১১.০৯.২০১২ তারিখের গিফট ডিড নং I-৪৯০০ অনুযায়ীশ্রীমতীজেসমিন বিবির নামে থাকা ২.৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং তার উপর থাকা বিল্ডিং-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা- পোপাড়া, পোঃ ও থানা- সাগরদিঘি, জে.এল. নং ৮৮, খতিয়ান নং ৪৫৪৩, দাগ নং ২৯৫৭-এর অধীনে অবস্থিত। জমির প্রকৃতি: বাড়ি। **সীমানা নিম্নরূপ** : উত্তরে: আব্দুস সামাদ সেখ-এর সম্পত্তি দক্ষিণে: বাণীদব্রত দাসের সম্পত্তি পূর্বে : অনিন্দিতা প্রধানের সম্পত্তি পশ্চিমে : অনিন্দিতা প্রধানের সম্পত্তি	**৪২,৯২,৩১৩.০০ টাকা** (বিয়াল্লিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার তিনশো তেরো টাকা) **০৪.০৮.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং তার সাথে অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়	**ক) ৭,৮৭,৫০০.০০ টাকা (*)** (সাত লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো টাকা) **খ) ৭৮,৭৫০.০০ টাকা** (আটাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30101944135** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের বেশি হতে হবে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৫.০৯.২০২৬, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত।
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com
অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ই-মেইল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে support.BAANKNET@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: https://baanknet.com এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে **হেল্প ডেস্ক নম্বর ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) / গ্যারান্টার(গণ)-এর প্রতিও।
তারিখ: ০৬.০৮.২০২৬ স্থান: সাগরদিঘি
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

টাকার টোপে নাবালকদের রক্ত! বয়স বদলে ‘প্রাপ্তবয়স্ক’ দেখানোর অভিযোগে তোলপাড় দুর্গাপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: টাকার প্রলোভন দেখিয়ে তিন নাবালক স্কুলপড়ুয়াকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে রক্তদান করানো, এমনকি সরকারি নথিতে তাদের বয়স বদলে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে দেখানোর বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড় দুর্গাপুর। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এর পিছনে কোনও সংঘবদ্ধ এজেন্ট চক্র কাজ করছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ, ইস্পাত নগরীর একটি বেসরকারি স্কুলের তিন পড়ুয়াকে টাকার লোভ দেখিয়ে বিধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এক রোগীর আত্মীয় পরিচয় দিয়ে তাদের রক্তদান করানো হয় বলে দাবি। আরও গুরুতর অভিযোগ, রক্ত সংগ্রহের জন্য সরকারি নথিতেও নাবালকদের বয়স পরিবর্তন করে সাবালক হিসেবে দেখানো হয়েছিল। ঘটনার নেপথ্যে ওই স্কুলেরই এক প্রাক্তন ছাত্রের নাম উঠে এসেছে বলে অভিযোগ। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে দুর্গাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এক অভিভাবকের অভিযোগ, ‘এইভাবে নাবালকদের রক্ত নেওয়া কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’ স্কুলের প্রিন্সিপাল দেবযানী বোস বলেন, ‘বিষয়টি জানতে পেরেই আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। এজেন্টের মাধ্যমে নাবালকদের শরীর থেকে রক্ত নেওয়ার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত।’ ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বলেন, ‘বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেদের টাকার লোভ দেখিয়ে রক্ত নেওয়ার অভিযোগ অত্যন্ত উদ্বেগজনক। যারা এই জঘন্য অপরাধে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না।’ আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার ড. প্রণব কুমার জানান, ‘লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগের সত্যতা মিললে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ইটভাটায় লুকোনো ৪৮ লক্ষ! টাকার উৎস ঘিরে বাড়ছে রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: একটি চুরির অভিযোগের তদন্তে নেমে বড় সাফল্য পেল লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ। পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানার চন্দ্রডাঙা এলাকার একটি পরিত্যক্ত ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ৪৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে সামনে এসেছে একাধিক প্রশ্ন, এই বিপুল অর্থ কার? কীভাবে তা পরিত্যক্ত ইটভাটায় পৌঁছল? আর এর সঙ্গে চুরির ঘটনার যোগসূত্র কতটা? পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ অগস্ট গৌরবাজার গ্রামের বাসিন্দা ও পেশায় মুড়ি মিলের মালিক মনোরঞ্জন পাল ফরিদপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, তাঁর শ্যালকের একটি ট্রলি ব্যাগ, যাতে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও কয়েকটি সোনার গয়না রাখা ছিল, তা চুরি হয়ে যায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্ত চলাকালীন গোপন সূত্রে খবর আসে, চন্দ্রডাঙ্গা এলাকার একটি পরিত্যক্ত ইটভাটায় নগদ অর্থ লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এরপর ফরিদপুর থানার পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর আনুমানিক ৪৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া অর্থের পরিমাণ প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়েছে, চূড়ান্ত হিসাব ও নথিভুক্তির প্রক্রিয়া চলছে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া টাকার সঙ্গে চুরির ঘটনার যোগসূত্র থাকতে পারে। তবে সেই সম্ভাবনা এখনও তদন্তাধীন। পাশাপাশি টাকার প্রকৃত মালিকানা, অর্থের উৎস, কীভাবে তা ইটভাটায় পৌঁছল এবং এর পিছনে কোনও সংঘবদ্ধ চক্র কাজ করেছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, অভিযোগ অনুযায়ী, একজন সাধারণ মুড়ি ব্যবসায়ীর কাছে এত বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ কীভাবে রাখা ছিল, তা নিয়েও এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তবে এই অর্থের বৈধতা বা উৎস সম্পর্কে এখনও পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি। তদন্তকারীদের দাবি, আর্থিক লেনদেন, মালিকানা এবং চুরির অভিযোগ, সমস্ত দিকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় নতুন কোনও তথ্য বা গ্রেপ্তারি হয় কি না, এখন সেদিকেই নজর তদন্তকারী মহল ও এলাকার বাসিন্দাদের।

হাত-কান কেটে খামার ব্যবসায়ীকে নৃশংস খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রকাশ্যেই দলবল নিয়ে এক খামার ব্যবসায়ীর ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল কালিয়াচকের এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনার সময় বাড়ির গৃহকর্তাকে বাঁচাতে গেলে তাদের লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে হামলাকারীর দল বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কালয়াচক থানার সুজাপুরে। এই হামলায় ওই খামার ব্যবসায়ীর ডান হাত এবং ডান কান ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রাতেই রক্তাক্ত অবস্থায় আহতকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হলে তার শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি আহতকে কলকাতায় রেফার করে দেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

মালদা মেডিক্যাল কলেজের কর্তব্যরত এক চিকিৎসক জানিয়েছেন , ওই রোগীর ডান হাত এবং ডান কান ধারালো অস্ত্র দিয়ে সম্পূর্ণ শরীর থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। প্রচুর রক্তক্ষরণের জন্য তার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় কলকাতায় রেফার করা হয়। এদিকে এই ঘটনায় হামলাকারী সুজাপুরে তৃণমূল নেতা আরিফ আলি-সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আহতের স্ত্রী সাহেদা খাতুন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত খামার ব্যবসায়ীর নাম ইসরাফিল শেখ (৫০)। সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একদা তৃণমূলের প্রধানের পদে ছিলেন হামলাকারী আরিফ আলি। বর্তমানে তিনি সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল

দলের পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের এখন প্রধান রয়েছে আইএসএফ দলের। গত ৩১ জুলাই ইসরাফিলের এক ভাই তৌফিক শেখ তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান আরিফের বাড়ির এক কেয়ারটেকার আমান শেখ কে রাস্তায় দেখতে পেয়ে কেয়ারটেকার না বলে ‘কুকুর’ বলে কটাক্ষ করে। আর তারপর থেকে শুরু হয় গোলমালের সূত্রপাত। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ওইদিনই অপমানিত হয়ে কেয়ারটেকার আমান তার বাড়ির মালিক তথা তৃণমূল নেতা আরিফ আলিকে বিষয়টি জানায়। রাতেই আরিফ দলবল নিয়ে তৌফিকের ওপর হামলা চালায় এবং তাকে মারধর করে। এরপর আরিফ সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে ওই দিনই কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তৌফিক। পরবর্তীতে গ্রামবাসীদের মধ্যস্থতায় পুলিশের নালিশ তুলে নেই আক্রান্ত তৌফিক। ওইদিনের সালিশিতে তৌফিক এবং তার দাদা ইসরাফিলের সঙ্গে রীতিমতো কথা কাটাকাটি হয় তৃণমূল নেতার দল বলেন।

জখম ইসরাফিলের স্ত্রী সায়েদা খাতুন জানিয়েছেন, ‘গত ১ আগস্ট আমাদের গ্রামে এই বিষয় নিয়ে সালিশি হয়েছিল। সকলের দাবি মেনে আমার দেওর তৌফিক তৃণমুল নেতা সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছিল তা তুলে নিয়েছিল। আমাদের বাড়ির পাশেই স্বামীর ছাগল ও মুরগির খামার রয়েছে। প্রতিদিনের মতো এদিন রাতে খাবার দিচ্ছিল খামারে। তখনই ওই তৃণমূল নেতা তার বাড়ির কেয়ারটেকার-সহ দলবল নিয়েই আমার স্বামীর ওপর হামলা চালায়। দেওরকে না পেয়ে স্বামীকেই এভাবে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করে।’ এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ‘তৃণমূলের শাসনকালে এভাবেই সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়েছে। ওই দলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলার সিসিটিভির ফুটেজ যেটা ভাইরাল হয়েছে তা ভয়ংকর। পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি জানানো হয়েছে।’ সুজাপুরের তৃণমূল দলের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, ‘কি ঘটনা ঘটেছে বলতে পারব না। তবে এরা কেউ তৃণমূলের নয়। পুলিশে অভিযোগ হয়েছে। পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা নেবে।’ মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, ‘সিসিটিভি ফুটেজে প্রাক্তন প্রধান সহ তার দলবলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের খোঁজ চলছে।’

পথদুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনা রুখতে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হলেও কোনো ভাবে রোখা যাচ্ছে না দুর্ঘটনা। কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে একদিকে দ্রুত গতিতে জনবাহন চলাচল, অন্যদিকে জাতীয় ও রাজ্য সড়কের ধারে অবৈধভাবে পার্কিং। সবথেকে বেশি অবৈধ পার্কিং দেখা যায় রাস্তার ধারে বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরার সামনে। এই বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন হোটেল মালিকদের সচেতন করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি। সেই কারণেই বুধবার মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা ঘটে জাতীয় সড়কে। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় একজনের। গুরুতর আহত হয় আরোও তিনজন। ঘটনাটি ঘটে কাঁকসার রাজবাঁধে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্গাপুরগামী রাস্তায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ ও কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা। স্থানীয়দের সহযোগিতায় কাঁকসা থানার পুলিশ গুরুতর আহত অবস্থায় ৪ জনকে উদ্ধার করে কাঁকসার রাজবাঁধের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকেরা একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার জেরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের আসানসোলগামী রাস্তায় বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। কাঁকসা থানার পুলিশ ও কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ কর্মীরা ক্রেনের সাহায্যে দুর্ঘটনাগ্রস্থ ছোটগাড়ি এবং দাঁড়িয়ে থাকা লরিটিকে অন্যত্র সরিয়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে আসানসোলগামী রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক করে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ছোট গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আসানসোলের দিকে যাচ্ছিল সেই সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সিমেন্ট বোঝাই লরির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। সেখান থেকে গাড়িটি কয়েক পাক ঘুরে রাস্তার মাঝে ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে রাস্তার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়িতে চারজন যাত্রী ছিল। চালকের পাশের সিটের যাত্রীকে দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। মৃত ও আহতদের নাম পরিচয় জানা যায় নি। তবে তারা হুগলি থেকে আসানসোল যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে।

বাসস্থানের সংকটে লক্ষ্মীপেঁচারা, চিনা মাঞ্জার দাপটে অস্তিত্বসংকট

দেবাশিস সেনগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’ সিনেমায় বাসস্থানের অভাবে ভুতেদের সংকটের গল্প দেখানো হয়েছিল। তা ছিল নিছক কল্পকাহিনী। কিন্তু বাস্তবে বড় গাছ ও পুরনো বাড়ির সংখ্যা ক্রমশ কমে যাওয়ায় একই ধরনের সংকটে পড়ছে লক্ষ্মীপেঁচা-সহ নানা প্রজাতির পাখি। তারই এক সাম্প্রতিক উদাহরণ সামনে এল হুগলির ব্যান্ডেলে। সূত্রের খবর, ব্যান্ডেলের ১ নম্বর গান্ধী কলোনির একটি নারকেল গাছের মাথায় ঘুড়ি ওড়ানোর মাঞ্জা দেওয়া চিনা নাইলনের সুতোয় আটকে ছটফট করছিল একটি সাদা লক্ষ্মীপেঁচা। পাখিটার অবস্থা দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে দমকলে খবর দেন। দমকলের পক্ষ থেকে বনদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হলে এলাকার বাসিন্দারা পরিবেশকর্মী চন্দন ক্লেমেন্ট সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তবে পরিবেশকর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই স্থানীয় বাসিন্দারাই ঝুঁকি নিয়ে পেঁচাটাকে সুতোর ফাঁস থেকে উদ্ধার করেন। পরে দেখা যায়, মাঞ্জা দেওয়া সুতোয় পাখিটার ডানায় আঘাত লেগেছে। পরিবেশকর্মী চন্দন ক্লেমেন্ট সিং জানান, ঘুড়ির চিনা নাইলনের সুতোয় আটকে পড়েছিল বার্ন আউল বা লক্ষ্মীপেঁচাটা। উদ্ধার হওয়ার পর আহত পাখিটাকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসার পর সুস্থ হলে তাকে আবার তার স্বাভাবিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, বড় গাছ ও পুরনো বাড়ির সংখ্যা কমে যাওয়ায় লক্ষ্মীপেঁচাদের বাসস্থানের সংকট ক্রমশ বাড়ছে। অথচ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এই পাখির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাপ, ইঁদুর-সহ বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রাণী খেয়ে তারা প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। তাই শুধু বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের স্বার্থেই নয়, মানুষের স্বার্থেও লক্ষ্মীপেঁচার মতো উপকারী প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদের নিরাপদ আবাস নিশ্চিত করা জরুরি।

বর্ষায় বাড়ছে দ্বারকেশ্বরের দূষণ, বন্ধ জৈব সার তৈরির মেশিনে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বর্ষাকাল এলেই দ্বারকেশ্বর নদীর দূষণ বাড়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত পরিবেশবিদ থেকে শুরু করে আরামবাগবাসী। এমনতে সারা বছরই আরামবাগের পল্লীশ্রী এলাকার রবীন্দ্র সেতুর নিচে স্তূপাকার নোংরা আবর্জনার গন্ধে অতিষ্ঠ শহরবাসী। আর এই আবর্জনার জৈব বর্জ্য থেকে সার তৈরির প্রধান মেশিনটি অর্গানিক ওয়েস্ট কনভার্টার বা অটোমেটিক অর্গানিক ওয়েস্ট কম্পোস্টার বিকল বা বন্ধ পড়ে থাকায় দূষন বাড়ায় ক্ষোভ বাড়ছে। দ্রুত মেশিন চালু করে দূষন মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার দাবি উঠছে। অথচ হেলদোল নেই আরামবাগ পৌরসভার। প্রতি বছর আরামবাগ শহরের নোংরা আবর্জনা দ্বারকেশ্বর নদীর জলে ভেসে চলে যায়। নদীর জল দূষিত হয়ে ওঠে। কেননা আরামবাগ শহরের সমস্ত নোংরা আবর্জনার দ্বারকেশ্বর নদীর উপর নির্মিত রবীন্দ্র সেতুর নিচে জমা করা হয়। সেই আবর্জনা নদীর জলে মিশে যায়। এই আবর্জনা থেকে জৈব সার তৈরি করার জন্য তৃণমূল পরিচালিত পৌরসভা একটি কোম্পানির সঙ্গে মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করে অর্গানিক ওয়েস্ট কনভার্টার মেশিন বসানো হয় দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধের পাশে স্তূপাকৃত আবর্জনার মধ্যে। শুরু হয় কাজ। কিন্তু সরকার পাল্টে যাওয়ার পরেই পৌরসভায় ডামাডোল সৃষ্টি হয়। বন্ধ হয়ে যায় ওই মেশিন। আর ফলে আরামবাগ শহর ও দ্বারকেশ্বর নদীর জল দূষিত হতে থাকে। গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে যায় পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে বাসযাত্রীরা। ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করলেই মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছেন বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুরা। এই বিষয়ে আরামবাগ পৌরসভার প্রাক্তন বিরোধী দল নেতা তথা বিজেপির প্রাক্তন কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ‘এই বিষয়টা আমরা জেনেছি। মেশিনটি বন্ধ হয়ে পড়ে থাকায় আরামবাগের আবর্জনা নদী গর্ভে বাড়ছে এবং দূষনও সমান তালে বাড়ছে। চারিদিকে তীব্র পচা ডিমের মতো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। মেশিন টা চালু করার জন্য প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।’ অপরদিকে আরামবাগ পৌরসভার প্রকাশক সমর দত্ত বলেন, ‘আবর্জনা থেকে জৈব সার তৈরির মেশিনটা বর্তমানে বন্ধ আছে। তবে চালু করার ব্যবস্থা চলছে।’ -

তারকেশ্বরে পুলিশি পরিচয়ে ইউটিউবারের পরিবারে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: হুগলির তারকেশ্বরে এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয়ভাবে পরিচিত ইউটিউবার শ্রীমন্ত বাগের পরিবারের উপর হামলা, মারধর এবং শ্লীলতাহানির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্ত নিজেকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ৩ আগস্ট ২০২৬, বিকেল প্রায় ৪টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। অভিযোগকারী অসীমা বাগ জানান, তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তারকেশ্বর মন্দির থেকে জল ঢেলে বাড়ির পথে ফিরছিলেন। সেই সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি তাদের পথ আটকে দাঁড়ায়। তিনি নিজেকে পুলিশ বলে পরিচয় দেন এবং কথাবার্তার মাঝেই আচমকা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই ব্যক্তি প্রথমে অসীমা বাগকে ‘বাংলাদেশি’ বলে অপমান করেন এবং অশালীন ভাষায় কটূক্তি করতে শুরু করেন। পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের দিকে এগোতে থাকে। অভিযোগ রয়েছে, তিনি অসীমা বাগকে ধাক্কা দেন, চড়-থাপ্পড় মারেন এবং এমনকি লাথিও মারেন। এখানেই থেমে থাকেননি বলে দাবি, বরং মহিলার পরনের শাড়ি টেনে ছিঁড়ে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। ঘটনার সময় উপস্থিত পরিবারের সদস্যরা বাধা দিতে গেলে তাদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ইউটিউবার শ্রীমন্ত বাগ তাঁর মাকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলে তিনিও আক্রান্ত হন এবং আঘাত পান। অভিযোগে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে অভিযুক্ত দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এরপর স্থানীয়দের সাহায্যে আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে যার নাম উঠে এসেছে, তিনি হলেন চন্দন ঘোষ (বয়স আনুমানিক ৪০), বাসিন্দা বদ্যিপুর, তারকেশ্বর, হুগলি। অভিযোগকারী পরিবারের দাবি, অভিযুক্ত ব্যক্তি এলাকায় প্রভাবশালী এবং এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছিল। পুলিশি তদন্ত এবং আইনি প্রক্রিয়ার পরেই প্রকৃত সত্য জানা যাবে।

নদিয়া জেলা পরিষদ দখল করল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মাত্র হাতেগোনা ৬ জন সদস্য নিয়ে ৫২ আসন বিশিষ্ট নদীয়া জেলা পরিষদ দখল করল বিজেপি। বুধবার নদিয়া জেলা পরিষদে আস্থা ভোট জয়লাভ করে বিজেপি। বিজেপির প্রনতি বিশ্বাস কে সভাধিপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আজ নদিয়া জেলা পরিষদের আস্থা ভোট সম্পন্ন হল। এখানে ২১-০ ভোটে, জয়লাভ করে বিজেপি। প্রত্যাশামত এবার নদিয়া জেলা পরিষদে পরিবর্তনের হাওয়া। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগেই জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিল তৃণমূলের একাংশ। আজ অনাস্থা ভোট বিরোধীরা কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করল না। ফলে নদিয়া জেলা পরিষদের ক্ষমতা দখল করল ভারতীয় জনতা পার্টি। অন্যদিকে, জেলা পরিষদ দখল করার পর আনন্দ উচ্ছাসে মেতে ওঠে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন সাংসদ জগন্নাথ সরকার সহ কৃষ্ণনগর এবং রানাঘাট সাংগঠনিক জেলার দুই বিজেপি সভাপতি এবং বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন নদিয়া জেলা পরিষদে। দুর্নীতি মুক্ত জেলা পরিষদ গড়ার লক্ষ্যে এদিন বিরোধী দলের অনেকেই বিজেপিকে সমর্থন করেছে বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে নদিয়া জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সভাধিপতি প্রনতি বিশ্বাস জানান, রাজ্যে ক্ষমতা বদলের সাথে সাথে নদিয়া জেলা পরিষদে অনাস্থা এনেছিল তৃণমূলেরই একাংশ। আমাদের দলীয় নেতৃত্ব ৬ সদস্য নিয়ে এই আস্থা ভোটের অংশ নেয়। আমাদের লক্ষ্য ছিল দুর্নীতিমুক্ত জেলা পরিষদ গঠন করা তাই যারা স্বচ্ছ ভাবে জেলা পরিষদ চালাতে সাহায্য করবে তারাই বিজেপিকে সমর্থন করেছে। সেখানে কোনও দল নয় ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র পারে স্বচ্ছতার সাথে জেলা পরিষদ চালাতে। তাই যারা যারা মনে করেছে বিজেপিকে সমর্থন দেওয়া দরকার। তারাই সমর্থন করেছে।

তৃণমূলের দুই নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এবার গ্রেপ্তার হল পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি ২নম্বর ব্লকের প্রাক্তন ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুজন মণ্ডল ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি হেমন্ত পাল। সুজন গলসি ২ নম্বর ব্লক তৃণমুল কংগ্রের সভাপতি ও হেমন্ত গলসি ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি ছিলেন।বুধবার গলসি থানা থেকে বর্ধমান জেলা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় তাদের ঘিরে চোর চোর স্লোগান দেন স্থানীয় বিজেপি নেতাকর্মীরা। এদিন সকালে তাদের গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পরতেই গলসি থানায় ভিড় জমান এলাকার বেশকিছু বিজেপি নেতা কর্মী। এরপর সাড়ে এগারোটা নাগাদ তাদের পিজন ভ্যানে তোলার সময় তাদের গাড়ি ঘিরে চোর চোর স্লোগান দেন বিজেপির নেতা কর্মীরা।জানা গিয়েছে তাদের দুই জনের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। গলসি এলাকায় বালি পাচার এবং জমি দখলেরও অভিযোগ উঠেছে।

বজ্রপাতের সতর্কবার্তা মোবাইল ফোনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বুধবার বিকেলে বজ্রপাত ও প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনার সতর্কীকরণে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় একসঙ্গে বেজে উঠল মোবাইল ফোনের জরুরি সতর্কবার্তা। আচমকা এমন শব্দে প্রথমে অনেকেই ঘাবড়ে

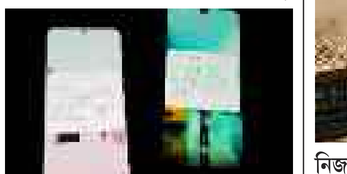

গেলেও পরে বার্তাটি পড়ে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। বার্তায় জানানো হয়, আগামী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের কিছু এলাকায় বজ্রপাত, প্রবল বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৩০,৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণেই আগে থেকেই সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে এই জরুরি বার্তা পাঠানো হয়েছে।

চন্দ্রকোনা সবজি বাজার পরিদর্শনে বিধায়ক ও পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রুখতে চন্দ্রকোনা সবজি বাজারে বুধবার সকালে আকস্মিক পরিদর্শন চালালো চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ ও চন্দ্রকোনার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই। শুধু সবজির বাজার নয় পাশাপাশি ফলের বাজারও ঘুরে দেখেন। কথা বলেন সবজি বিক্রেতাদের সাথে। উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রকোনার বিধায়ক সুকান্ত দোলুই ও চন্দ্রকোনা থানার ওসি পুরুষোত্তম পাণ্ডে শাহ ও অন্যান্য আধিকারিকেরা। সবজি বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সবজির দাম নিয়ে কথা বলেন। বিধায়ক সুকান্ত দোলুই বলেন, ‘সাধারণ মানুষ যাতে সঠিক দামে সবজি পায় এবং কালোবাজারি যেন বন্ধ হয় সেই কারণেই এই পরিদর্শন। সবজির দাম ঠিক-ঠাক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখলাম সবকিছু চন্দ্রকোনা বাজারে ঠিকঠাক রয়েছে। চাষিরা যাতে ন্যায্য দাম পান এবং ক্রেতারাও যাতে অযথা বেশি দামে সবজি কিনতে বাধ্য না হন সেই বিষয়ে নজর রাখা হবে।’

আবর্জনা সরাতে আসানসোলে সাকশন-ভ্যাকুয়াম গাড়ির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে এবার থেকে সংগৃহীত হবে বর্জ্য ও রাস্তার ধুলোবালি। দ্রুত জঞ্জাল সাফাইয়ের জন্য পুরনিগমের বিশেষ সাকশন প্রযুক্তির ভ্যাকুম গাড়ি কাজ করবে শহরের বুকে। বুধবার এই বিশেষ গাড়ির শুভ সূচনা করেন রাজ্যর পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বলেন, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে রাস্তাঘাটের ময়লা সহজে তুলে আনতেই এই পরীক্ষামূলক উদ্যোগ। এই উদ্যোগ সফল হলে ভবিষ্যতে শহরের অন্যান্য অংশেও এই ধরণের আরও গাড়ি নামানো হবে। তবে কেবল যন্ত্রের ওপর নির্ভর না করে সাধারণ নাগরিকদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘শুধু প্রযুক্তির সাহায্যেই নয়, সাধারণ জনগণকে শহর পরিষ্কার রাখতে সচেতন হতে হবে।’

বালুরঘাটের কুমোরটুলিতে ব্যস্ততা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: হাতে আর মাত্র দু’মাস। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের ঢাক বাজতে আর বেশি দেরি নেই। রাজ্যজুড়ে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেলেও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের ছবিটাও এখন পুরোপুরি উৎসবমুখর। বালুরঘাটের কুমোরটুলি ও বিভিন্ন প্রতিমা তৈরির কারখানায় এখন নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনরাত এক করে কাজ করছেন প্রতিমা শিল্পীরা। খড়ের কাঠামোর উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া থেকে শুরু করে ফিনিশিংয়ের কাজ সব মিলিয়ে এখন তুমুল ব্যস্ততা মৃৎশিল্পীদের ঘরে ঘরে। পূজার পাশাপাশি সামনে গণেশ চতুর্দশী থাকায় দুর্গা প্রতিমার সঙ্গেই সমান তালে তৈরি হচ্ছে গণেশ প্রতিমাও। অনেক কারখানায় ইতিমধ্যেই গণেশ প্রতিমার প্রথম বা দ্বিতীয় মাটির কাজ শেষ হয়ে রং ও সাজসজ্জার দিকে এগোচ্ছে। দুর্গা প্রতিমার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মণ্ডপ ও কারখানার প্রতিমায় এক মাটির কাজ ও মাথার রূপ দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। শিল্পীরা জানিয়েছেন, পুজোর প্রায় ২০ দিন আগে থেকে রং করার কাজ শুরু হবে এবং মহালয়ার পর থেকে চক্ষুদানের মধ্য দিয়ে দেবীর প্রতিমা পূর্ণতা পাবে। স্থানীয় প্রতিমা শিল্পী রোহিত যাদব জানান, এ বছর প্রতিমার বায়না বা অর্ডার বিগত বছরগুলোর তুলনায় বেশ ভালো। তাঁর কারখানায় মোট ছয়টি দুর্গা প্রতিমার কাজ চলছে, যার মধ্যে পাঁচটি জেলার নিজস্ব মণ্ডপের জন্য এবং একটি বাইরের জেলার। পাশাপাশি বেশ কিছু বড় ক্লাব থিমভিত্তিক প্রতিমার বরাত দেওয়ায় এবার কাজের চাপ ও আকর্ষণ দুটোই বেশি। রথযাত্রার দিন কাঠামো পুজো করে এই কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমানে পাঁচ-ছয় জন শিল্পী মিলে কাজ করলেও কাজের চাপ বাড়লে আরও লোক নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

যদিও মাঝেমধ্যে মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির সম্ভাবনা শিল্পীদের মনে কিছুটা দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে, তবে এখনই মাটির কাজে খুব বড় কোনো বাধা সৃষ্টি হচ্ছে না। তবে শিল্পীদের আশঙ্কা, শেষের দিকে প্রতিমা শুকানো এবং ফিনিশিং বা রঙের কাজের সময় টানা বৃষ্টি হলে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হতে পারে। তবুও প্রতিকূল আবহাওয়াকে তোয়াক্কা না করে চতুর্থী-পঞ্চমীর মধ্যেই মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আশাবাদী বালুরঘাটের মৃৎশিল্পীরা। মহালয়ার আগেই সিংহভাগ কাজ শেষ করার জোর প্রস্তুতিতে এখন গমগম করছে কুমোরটুলি।

পঞ্জাবে চার নাবালক-সহ ৯ সন্দেহভাজন জঙ্গি ধৃত

চণ্ডীগড়, ৫ অগাস্ট: ফের ফাঁস হয়ে গেল ষড়যন্ত্র। বুধবার চার নাবালক-সহ ৯ জন সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করল পঞ্জাব পুলিশ। তাদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার হয়েছে। ওই সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, নিট প্রশ্নফাঁস আন্দোলনের সময় যন্তর মন্তর চত্বরে হামলার ছক কষেছিল পাক জঙ্গিরা। শেষ মুহূর্তে তা ভেস্তে যায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, পাকিস্তান থেকে আইএসআই হ্যান্ডলারদের নির্দেশমতো কাজ করছিল এই জঙ্গিরা। স্থানীয় যুবকদের মগজধোলাই দিয়ে জঙ্গিদলে যোগ, অস্ত্র ও মাদকপাচারের মতো কাজে নিযুক্ত করার কাজ করছিল ধৃতেরা। পঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি গৌরব যাদব বলেন, অমৃতসর কমিশনারেট পুলিশ আইএসআই মদতপুষ্ট দুটি জঙ্গি মডিউলের চক্রান্ত ফাঁস করেছে। চারজন নাবালক-সহ মোট নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে তিনটি পিস্তল, চারটি পেট্রোল বোমা এবং ন'টি তাজা কার্তুজ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজস্থান থেকে ধরা হয়েছে একটি জঙ্গি মডিউলকে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে সুখমান সিং এবং তার তিন নাবালক সহযোগীকে। তদন্তকারীরা দাবি করেছেন, 'করাচি জনতা পার্টি'র (সিজেপি) নেতৃত্বে সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভ চলাকালে দিল্লির যন্তর মন্তরে হামলা চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই মডিউলটিকে।

সুখমান জেরায় স্বীকার করেছে, আইএসআইয়ের নির্দেশে কাজ করছিল তারা। সেই মতো দিল্লিতে গিয়ে রেকিও করেছিল। কিন্তু আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার কারণে সেই 'মিশন' বাতিল করতে হয়। উল্লেখ্য, অমৃতসরের তরণ তারণ থেকে দ্বিতীয় মডিউলের পাঁচ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাঁচিতে ছাত্র আন্দোলন অব্যাহত, শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ হেমন্তের

রাঁচি, ৫ অগাস্ট: পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে জেপিএসসি ও জেএসএসসির পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা করতে বুধবার এসডিএম কুমার রজত ও এডিএম ধনঞ্জয় কুমার ঘটনাস্থলে পৌঁছন। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এই আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের মধ্য থেকে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলকে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বিক্ষোভকারী পরীক্ষার্থীরা জানান, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও আলোচনা হলে তা কেবল শিক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনার জন্য বিক্ষোভকারীরা ২ ঘণ্টা সময় চেয়েছেন। সদর এসডিএম কুমার রজত বলেন, 'তাঁরা (আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীরা) কিছুটা সময় চেয়েছেন। তাঁদের সেই সময় দেওয়া হয়েছে। এরপর তাঁরা আমাদের জানাবেন। আমরা এখানেই আছি।' এই আন্দোলন প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অমর কুমার বাউরি বলেন, 'আগামিকাল বিধানসভার অধিবেশন শুরু হচ্ছে এবং বাবুলাল মারান্ডির নেতৃত্বে এনডিএর একটি প্রতিনিধি দল এখানে এসেছে। আমরা চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করেছি এবং তাঁদের সমস্যার কথা শুনেছি। গত ১২ দিন ধরে তাঁরা বৃষ্টিতে ভিজে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে এখানে অবস্থান করছেন। তাঁরা ন্যায়বিচার ও সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছেন। আমরা শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করেছি, আমরা বিধানসভায় এই বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করব। এনডিএর প্রতিনিধি দল চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে, এ কথা জানতে পেরেই সরকার তড়িঘড়ি একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় এবং শিক্ষার্থীদের বিকেল ৪টায় আলোচনার জন্য ডাকে। বিরোধী দলনেতার বিকেল ৪টায় এখানে আসার কথা ছিল, সেই চাপের মুখেই সরকার এই প্রস্তাবটি দিয়েছে।'

১৫ অগাস্ট 'ইন্ডিয়া ডে' আমেরিকায়!

ম্যাসাচুসেটস, ৫ অগাস্ট: চিকিৎসা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের মাধ্যমে তাঁরাই রাজ্যকে শক্তিশালী করেছে। তাই ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সম্মান জানাতে এবং তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে ১৫ অগাস্টকে 'ইন্ডিয়া ডে' ঘোষণা করা হল আমেরিকার অঙ্গরাজ্য ম্যাসাচুসেটসে। ম্যাসাচুসেটসের গভর্নর মৌরা হিলি জানান, ম্যাসাচুসেটসে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ব্যবসা, শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে তাঁদের সাফল্য রাজ্যের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছে। তিনি আরও জানান, ভারতীয়দের পরিশ্রম এবং উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ম্যাসাচুসেটসকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। পাশাপাশি, ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ রাজ্যের বৈচিত্র্যকে আরও বহুমুখী করেছে বলেও জানান তিনি। তবে শুধু ম্যাসাচুসেটস নয়, আমেরিকার আরও এক রাজ্য বস্টনেও ১৫ আগাস্টকে 'ইন্ডিয়া ডে' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে বলে খবর। ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের আগে এই ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে শুধু ভারতের স্বাধীনতাকেই নয়, বরং আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দেরও সম্মান জানানো হয়েছে।

বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৩ কোটিরও বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন। তার মধ্যে আমেরিকাতে বাস করেন ৫০ লাখেরও বেশি। সে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন তাঁরা। ম্যাসাচুসেটসের গভর্নরের বক্তব্য, ভারত একটি প্রাচীন এবং মিশ্র সভ্যতার দেশ। যেখানে ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রচুর বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য বজায় রয়েছে।

ময়দান

রোহিতের অভিযোগেই কি বিপদে আগরকর?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেটে গত কয়েক মাসে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ক্রিকেট মহলে। কিছুদিন আগেও দলের সাফল্য, একের পর এক ট্রফি জয় এবং স্থিতিশীল পরিবেশের জন্য ভারতীয় ক্রিকেটকে আদর্শ হিসেবে দেখা হচ্ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচক মণ্ডলী, টিম ম্যানেজমেন্ট এবং সিনিয়র ক্রিকেটারদের মধ্যে মতবিরোধের খবর সামনে আসতেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। এর জেরেই জাতীয় নির্বাচকপ্রধান অজিত আগরকরের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

সূত্রের খবর, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের একাংশ আগরকরের সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নয়। বিশেষ করে সিনিয়র ক্রিকেটারদের সঙ্গে যোগাযোগের ধরন এবং দল নির্বাচন সংক্রান্ত একাধিক বিষয় নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে রোহিত শর্মাকে ঘিরে বিতর্ক। দাবি করা হচ্ছে, ইংল্যান্ড সিরিজের আগে রোহিতকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ওই সিরিজের পর তাঁকে আর দলে রাখা হবে না। এই বিষয়টি ভালোভাবে নেননি ভারতীয় অধিনায়ক। পরে তিনি বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে নিজের অসন্তোষের কথাও জানান বলে খবর। বিষয়টি নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে।

এই ঘটনার পর থেকেই আগরকর ও রোহিতের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বোর্ডও নাকি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে দেশের হয়ে সাফল্য এনে দেওয়া সিনিয়র ক্রিকেটারদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখা প্রশাসনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সেই জায়গায় যদি বারবার মতবিরোধের ঘটনা সামনে আসে, তাহলে ভবিষ্যতে নেতৃত্বে পরিবর্তন আসতে পারে বলেই মনে করছেন অনেকেই।

এদিকে আগরকরের নির্বাচকপ্রধান হিসেবে নির্ধারিত মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। যদিও বিসিসিআই তাঁকে আপাতত আরও তিন মাস দায়িত্বে থাকার সুযোগ দিয়েছে। আগে মনে করা হচ্ছিল, তাঁর মেয়াদ আরও এক বছরের জন্য বাড়ানো হবে এবং ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের দল গঠনের দায়িত্বও তিনিই সামলাবেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সম্ভাবনা অনেকটাই কমে গিয়েছে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

বোর্ডের অন্দরে নতুন নির্বাচকপ্রধান নিয়ে আলোচনাও শুরু হয়েছে বলে খবর। সম্ভাব্য নাম হিসেবে উঠে আসছে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বর্তমানে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্বে থাকা ভিভিএস লক্ষ্মণের নাম। যদিও এ বিষয়ে বোর্ডের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে চেতন শর্মার বিদায়ের পর জাতীয় নির্বাচকপ্রধানের দায়িত্ব পান অজিত আগরকর। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় দল একাধিক বড় টুর্নামেন্টে সাফল্য পেয়েছে। ২০২৪ এবং ২০২৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং দুটি এশিয়া কাপও ভারতের ঝুলিতে এসেছে। ফলে সাফল্যের বিচারে তাঁর সময়কাল যথেষ্ট উজ্জ্বল বলেই ধরা হয়। তবে ক্রিকেট শুধু ফলাফল নয়, দল পরিচালনা এবং ক্রিকেটারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা আগামী দিনে কোন দিকে মোড় নেয়, সেটাই এখন দেখার। বোর্ড যদি নেতৃত্বে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে ভারতীয় ক্রিকেটে আরও একটি বড় প্রশাসনিক বদল দেখা যেতে পারে। আবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আগরকরের দায়িত্বও বহাল থাকতে পারে। তাই সবকিছুই এখন নির্ভর করছে বিসিসিআইয়ের পরবর্তী সিদ্ধান্তের ওপর।

ঐতিহ্যের গর্ব, নতুন দায়িত্বে বিশ্বরূপ দে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস অ্যাডভাইজরি বোর্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। এই দায়িত্ব পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তিনি। একই সঙ্গে জানান, তাঁর প্রপিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রস্তাবিত বিধবা বিবাহ আইনের অন্যতম সমর্থক ছিলেন। সেই বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে তিনি নিজেকে গর্বিত ও সম্মানিত মনে করছেন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

Corrigendum Notice
Partial Modification to the **NIT No: 789/NBM/P.Safety; Dated: 24.07.2026; vide Tender Id : 2026_MAD_5017359_1.** Corrigendum Notice is being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality For details, please the visit website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

TENDER
An E-tender for **SUPPLYING & INSTALLATION OF COMPUTER, PRINTER AND SCANNER AT DISTRICT SARFAESI SECTION, SOUTH 24 PARGANAS** has been floated with **Tender ID. 2026_DMSP_5017880_1** vide **memo no. 1229/NZ DT. 04.08.2026 QSF/NZ-02/36**
For details, please visit **www.s24pgs.gov.in** & **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Additional District Magistrate (Gen.)
South 24 Parganas, Alipore
Memo No: 3085/DICO/S-24 Pgs. Dt- 04-08-26

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৬৯-৭৩-২৬, তারিখ ০৩.০৮.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দঃপূঃ রেলওয়ে, আদ্রা, "জোনাল কাজ, অর্থাৎ - (ক) বিদ্যমান কাঠামোর নতুন সংযোজন, পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতি এবং এধরনের প্রতিটি কাজের ব্যয় ৫ লক্ষ টাকার বেশি হবে না শর্তসাপেক্ষে, নির্মাণসামগ্রী সরবরাহের মতো কাজ এবং (খ) সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার ও কলোনির রক্ষণাবেক্ষণকালীন দুই বছর মেয়াদে সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় কাজ" কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং; বিজ্ঞপ্তি নং; কাজের নাম; টেন্ডার মূল্য ঃ (১) ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৬৯-২৬, তারিখ ০৩.০৮.২০২৬।** এসএসই (ওয়ার্কস)/পুরুলিয়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,৪০,০০,০০০ টাকা। **(২) ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৭০-২৬, তারিখ ০৩.০৮.২০২৬।** এসএসই (ওয়ার্কস)/আনারা-র অধিক্ষেত্রের অধীনে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,২০,০০,০০০ টাকা। **(৩) ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৭১-২৬, তারিখ ০৩.০৮.২০২৬।** এসএসই (ওয়ার্কস)/দামোদরের অধিক্ষেত্রের অধীনে। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৯০,০০,০০০ টাকা। **(৪) ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৭২-২৬, তারিখ ০৩.০৮.২০২৬।** এসএসই (ওয়ার্কস)/বোকারো স্টীল সিটির অধিক্ষেত্রের অধীনে, জল সরবরাহ ব্যতীত। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪,৫০,০০,০০০ টাকা। **(৫) ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ই-ডিআরএম-ইএনজিজি-আদ্রা-৭৩-২৬, তারিখ ০৩.০৮.২০২৬।** এসএসই (ওয়ার্কস)/বাঁকুড়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে বাঁকুড়া (সহ) থেকে মেদিনীপুর (ব্যতীত) শাখার জন্য। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,৫০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিটির জন্য ০১.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারগুলির বিস্তারিত তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। (PR-572)

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **[সিনিয়ার ডিইএন/সি/হাওড়া]। ক্র.নং.-১। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৮১_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ০৩.০৮.২০২৬। কাজের বিবরণঃ** সিনি. ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার [কো-অর্ডিনেশন]/হাওড়া-র অধীনে হাওড়া ডিভিসন/অন্যান্য ডিভিসনের যেকোন স্থানে সাইট ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ অনুযায়ী টেলর ব্যবহারের মাধ্যমে সকল প্রকার পি.ওয়ে সামগ্রী যেমন রেল, স্যুইচ, ক্রসিং ইত্যাদি এবং ইআরসি, বোল্ট ও নাট, বেয়ারিং প্লেট ও অন্যান্য পি.ওয়ে সামগ্রী এবং ট্রাক ব্যবহারের মাধ্যমে ট্র্যাক মেশিন যন্ত্রাংশ যেমন কনভেয়র বেল্ট, কাটার, চেইন, ওয়্যার প্লেট, ফিল্টার, ভাল্ভ, সিলিন্ডার, ব্যাটারি, পাম্প, মোটর ইত্যাদি পরিবহন ও তৎসহ সকল লেড, লিফ্‌ট, মাল্টিপল ট্র্যাকের ক্রসিং সহ ৩০ মিটার ব্যবধানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বোঝাই ও খালাস, স্তূপীকরণ ও পৃথকীকরণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫,৩৫,৬১,৩৩৮.১৩ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১০,৭১,২০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ (নয়) মাস। **ক্র.নং.-২। ই-টেন্ডার নং ঃ ১৮৩_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ০৩.০৮.২০২৬। কাজের বিবরণ ঃ** (i) এইএন/কাটোয়া-র অধীনে ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া সেকশনে কিমি. ৯৬/৫-৭-তে এলসি গেট নং ১৮এ/৬/সি/ই-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মান। (ii) এইএন/নবদ্বীপধাম-এর অধীনে ব্যান্ডেল-কাটোয়া সেকশনে কিমি ৭৩/২৮-৩০-এ এলসি গেট নং ১৭এ-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মান। (iii) এইএন/নবদ্বীপধাম-এর অধীনে ব্যান্ডেল-কাটোয়া সেকশনে কিমি ৮৪/১৩-১৫-তে এলসি গেট নং ১৭এ/৭-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মান। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২৮,৭৫,২২,৪৯২.৪৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৫৭,৫০,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ১২ (বারো) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/ বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৮.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-251/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
Follow us at: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

SOUTH BENGAL STATE TRANSPORT CORPORATION
(A Govt. of West Bengal Undertaking)
DR. B. C. ROY AVENUE
P.O.- DURGAPUR – 713201, DIST.– Burdwan
Memo No. : DTO-179/SBSTC/26
Date : 05/08/2026
SHORT NIT
South Bengal State Transport Corporation invites online bid from parties for Ticket Selling Agents for details visit **www.wbtenders.gov.in** or **www.sbstcweb.com**
Last date for bid submission is 27/08/2026 at 15:00 hrs.
Sd/- Managing Director
South Bengal State Transport Corporation

Corrigendum Notice
Partial Modification to the **NIT No: NBM/PWD/NIT-4 (1-2)/2026; vide Tender Id: 2026_MAD_5016920_1 & 2026 MAD_5016920_2.** Corrigendum Notice is being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality. For details, please the visit website: **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

QUOTATION NOTICE FOR ARCHITECT. STR. ENGINEER
Quotations are invited from experienced consultants for a 1400 sqm. residential co-operative project in Action Area IIIB, New Town, Kolkata.
• **Scope of Work:** Architectural & Structural Design, MEP Layouts, BOQ/Estimation, Provisional Site Supervision, and end-to-end NKDA Sanctioning & Completion Certificate (CC) procurement.
• **Eligibility Criteria:** Must be a Class-I NKDA empanelled personnel with 10+ years of active practice and a proven track record of minimum 25 sanctioned projects within New Town.
Interested agencies may submit their technical credentials (empanelment certificate, portfolio of executed projects) and financial bids in SEPARATE SEALED envelopes within 10 days of this notice.
SUKHASMRITI CHSL reserves all right to reject any or all offers without assigning any reason thereof.
Email: sukhasmriti2004@gmail.com or to Box No. T-0608/2026-27 EKDIN, KOLKATA Tender Notice Col. on 6.8.2026

OFFICE OF THE SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.:- SAINTHIA
DIST.:- BIRBHUM
Notice Inviting Seal Quotation /Bids are invited on behalf of the Sainthia Municipality for the selling of 27 (Twenty Seven) Standing trees located at Sainthia Police station, Sainthia State General Hospital, Sainthia High school, PWD Bunglow.
Schedule of Events
Bid Start Date:
03/08/2026 from 10:30 A:M
Bid Submission End date:
10 / 08 /2026 at 03:00 PM
Bid Opening Date:
10 /08/2026 at 3.30 PM
For further details please contact the mentioned office.
Sd/- Executive Officer
Sainthia Municipality

TENDER NOTICE
Fire Detection & Alarm (FDA) System- Inspection & Rectification Work
Prayag Association of Apartment Owners (PAAO) invites quotations from reputed and experienced OEM-authorised Fire Alarm System vendors/agencies for inspection, diagnosis, repair, rectification, testing and commissioning of the existing Hochiki HFP Latitude Fire Alarm System installed at : **Prayag New Kolkata, 449/A/2, G.T. Road, Mahesh, Serampore, Hooghly-712202, West Bengal.**
System Details: Hochiki HFP Latitude, 6 Nos. Fire Alarm Control Panels, 5 & 6 Loop Addressable Panels.
Interested vendors must visit the site and inspect the system before submitting their quotation. The quotation shall be based on the vendor's own technical assessment and should include the scope of work, materials/components, warranty, completion period, GST/taxes and commercial terms.
Preference may be given to Hochiki-experienced/OEM-authorised vendors.
The Association reserves the right to accept or reject any quotation, wholly or partly, as per its evaluation and selection process.
Quotation Submission: **Email: prayagnewkolkata@gmail.com**
Quotation must be submitted within 7 days from the date of publication of this notice.
By Order
Prayag Association of Apartment Owners (PAAO)
Prayag New Kolkata
449/A/2 GT Road, Mahesh, Serampore, Hooghly - 712202.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- 01 of 2026-2027 Sl. No. 1 Dated 20.07.2026
Last date of Submission the above mention e-NIT has been extended on 11.08.2026 at 17:00 hrs. and will be opened on 14.08.2026 at 13:00 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.
Sd/-
E.E.(Civil), ADDA, Asansol

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ হাওড়া ডিভিসনে **নবদ্বীপধাম স্টেশনে সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর** নতুন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। উল্লিখিত ই-অকশনটি রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেইট মার্কেটিং সার্কুলার নং ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং ১৪ অফ ২০২২ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে। বিস্তারিত জানতে ও ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে** ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-২৫-২০২৬। লট নং/ক্যাটিগরিঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এনডিএই-টিওআই-৬৪-২৫-১। **স্টেশনঃ** নবদ্বীপধাম (এনডিএই)। **অকশন-এর তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৮.২০২৬ তারিখ বেলা ১.৩০ মিনিট। (HWH-253/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No : -01/TBGP/VBGRAMG/2026-27 Date: 04/08/2026
Tender Id- A) 2026_ZPHD_ 1036186_1 B) 2026_ZPHD_1036186_2
Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar, Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Supply of Civil Materials) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **http://wbtenders.gov.in**
*** Information to bidders:**

Last date and time for down-loading of tender documents	12/08/2026 up to 16.00 Hrs. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	12/08/2026 up to 16.00 Hrs. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	14/08/2026 after 16.00 Hrs. (as per Server clock)

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order :-
Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to participation of insufficient no. of bidder, the last date of Submission of Bid of this office e-Tender against Ref. no. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-23/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_ 5017268_1 is hereby further extended up to 10/08/2026 upto 12:00 P.M. Website: https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn., SC Building, Calcutta High Court.
ICA- T14389(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Kolkata South Sub Division-II, Housing Directorate, is Notice Inviting Tender for 02 (two) no. works on and behalf of Governor of West Bengal, Ref: e-NIT-09 of 2026-2027 of A.E./KSSD-II. Bid Submission Start Date on 05.08.2026, after 4:00 pm. & Tender ID: 2026_HSD_1036171_1_2 for Details please contact to the Office of the A.E/KSSD-II, H.D. at 21, Baburam Ghosh Road, Kolkata 700040, in any working day. Sd/-Asst.Engr.,K.S.S.D-II,H.D.
ICA- T14374(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "S .I.T.C of new Lift of suitable capacity in replacement of the existing old Lift in existing lift well and allied Electrical Installation work at (G+10)-storied Academic building within Alipore campus of University of Calcutta.----Electrical Installation work." eNIT No. WBPWD/EE-ECD/e-NIT-08(3rd Call)/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014303_3. Bid submission start date (online): 11.08.2026 from 02.00 P.M. Bid submission closing date (online): 17.08.2026 upto 2.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T14410(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned for the work "Comprehensive, preventive and corrective maintenance of room air conditioners at different location of Intelligence Branch, 13 lord Sinha Road, Kolkata under Kolkata Central Electrical Sub-Division-I, Kolkata-700017." e-TenderNo: WBPWD/AE/35/PR/T/KCESD/I of 2026-27 and Tender ID 2026_WBPWD_5017877_1. Documents Submission end date 17.08.2026 up to 02:00 P.M. Website: **http://www.pwdwb.in** for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub Division-I.
ICA- T14381(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PW(R) Dte. QUOTATION NOTICE
Tender Id. 2026_WBPWD_5017786_1
Online e-Quotation (eNIQ 04 of 2026-27) has been invited by the Assistant Engineer, P.W.(Roads) Directorate, Baguihati Highway Sub-Division at Golaghata, K.N.I. Avenue, Kolkata-700048 from Bonafide agency for different type of work. Bid submission closing (Online) 14.08.2026 at 15.00 hrs. Other details may also be seen from the office notice board/website. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, Baguihati Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA- T14388(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIQ No.07 of 2026-2027 Tender ID: 2026_WBPWD_5017288_1. Bid submission start date 07.08.2026. Bid submission end date 13.08.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD.
ICA- T14393(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA
Corrigendum-03 of e-NIT No. KMDA/EM/SE/EC-II/NIT-02/ 2026-2027
With reference to above NIT the following changes have been made. The last date & time for online Tender Submission is extended up to 17.08.2026, up to 14:00 hrs., for all other changes regarding this e-NIT please visit both websites. **(KMDA-351)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T14340(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDERNo: WBPWD/KWSD-I/AE/eNIT-13/2026-2027. E-tender under jurisdiction of Kolkata West Sub-Division No-I, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online): 10.08.2026 from 12.30 P.M. Bid Submission End Date (Online): 17.08.2026 from 12.00 P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5017896_1. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app Sd/-Assistant Engineer, PWD Kolkata West Sub-Division-I, N.S. Building.
ICA- T14401(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "Supply, Installation, testing & commissioning of passenger lift and allied Electrical Installation work at front side of Bhabani Bhawan Main Building, Alipore, Kolkata-27---EI work." eNIT No. WBPWD/EE-ECD/e-NIT-07(3rd Call)/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014301_3. Bid submission start date (online): 11.08.2026 from 01.00 P.M. Bid submission closing date (online): 17.08.2026 upto 2.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T14411(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to participation of insufficient no. of bidder, the last date of Submission of Bid of this office e-Tender against Ref. no. WBPWD/AE-HCESD/NIQ-24/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_ 5017300_1 is hereby further extended up to 10/08/2026 upto 12:00 P.M. Website: https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn., SC Building, Calcutta High Court.
ICA- T14390(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Assistant Engineer (HQ-I), NWSD-I, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Reference No. WBPHED/02e/AE(HQ-I)/NWSD-1 OF 2026-2027 and (**ID-2026_PHED_1036136_1**) for Emergency Repairing of damage portion of distribution network at different location under Kachiyara W/S Scheme along NH-34 during widening of the road and other ancillary work within the Jurisdiction of NWSD-I, P.H.E. Dte. Details will be available in the web site **wbtenders.gov.in** & **wbphed.gov.in** Both Technical and financial bid submission start date is 04/08/2026 from 06:30 P.M. & Both Technical and Financial bid submission closing date is 17/08/2026 upto 01:00 P.M. Sd/- For Assistant Engineer(HQ-I), NWSD-I, P.H.E. Dte.
ICA- T14433(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR TIME EXTENSION
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Major repairing works (Civil & Electrical) in the Chamber of the Hon'ble MIC & in the Chamber of the Hon'ble MOS of School Education Department, 5th Floor, Bikash Bhawan, Salt Lake, Kolkata-91.------ SITC of Air Conditioning System". Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-83/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5016976_1

Bid submission Closing Date (Online)	04.08.2026 up to 16:00 Hrs.	17.08.2026 up to 16:00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	06.08.2026 at 16:05 Hrs.	19.08.2026 at 16:05 Hrs.

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division.
ICA- T14399(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice
Executive Engineer, Kolkata South-II Division, Housing Directorate, Inviting Notice for & on behalf of Governor of West Bengal, Ref: e-NIA-01(2ND call) of 2026-27 of E.E.KS-II Div. & I.D. is 2026_HSD_1035862_1 & _2. Last Date of submission 19.08.2026 Up to 4.00 P.M. For Details please visit wbtender.gov.in or contact in the Office of The Executive Engineer in any working day. S/D - Executive Engineer, Kolkata South-II Division, Housing Directorate
ICA- T14376(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No:KMDA/HOUSING/EE/ DIV-III/Circle III(BSUP)/NIT-09/2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-III, Circle III(BSUP), Housing Sector, KMDA, 1st floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Strengthening and repairing of damaged roof and internal slab column, beam etc. of different flats and common passage stair etc. of different blocks and with allied civil works in KIT Housing Scheme no. BRS-X & SIH-IV & IV (S) under Housing Sector, KMDA., Rs.4,80,253/- (Including GST & LWC), Rs.9,610/-, 02 months, **Last date & time of Online Bid submission:** 14.08.2026, Time: 17.00 hrs.,for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-354)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T14343(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender is invited by AE, EMSD-I, PHED Ref. No. **WBPHED/AE/EMSD-I/NIET-06/26-27** and ID : 2026_PHED_1036110. The last date of bid submission (both technical and financial) :- 11/08/2026 upto 16:00 Hrs. Details will be available in the website **wbtenders.gov.in** Sd/-For AE, EMSD-I,PHED.
ICA- T14434(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TEDNER NOTICE
Assistant Engineer, Canning Sub-Division, Social Sector, P.W. Dte. invites online e-Quotation for 01 (One) no. Works of Tender ID: 2026_WBPWD_5017920_1, **eNIQ No. AE/SS/CAN eNIQ-01/2026-2027.** Bid Submission Start Date (online) : 12/08/2026 at 12:00 P.M. Bid Submission Closing Date (online) : 19/08/2026 up to 03:00 P.M. Corrigendum if any will be published in the website only. Details of NIQ and tender Documents may be downloaded from **https://wbtenders.gov.in** Sd/- AE CAN, SS P.W. Dte.
ICA- T14435(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TEDNER NOTICE
NIeQ is invited by the Assistant Engineer-II, P.W.D. Nabanna Electrical Sub-Division. **NIeQ No. 08/Q of AE-II NESD 2026-27**. Memo No : 802/NESD Date : 05.08.2026 **Tender ID :** 2026_WBPWD_5017929_1. **Name of Work** : Supply, installation, testing and commissioning of videographic light along with mounting brackets under NESD (PWD). Last Date of bid submission : 17.08.2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: **www.pwd.wb.in ,http://wbtenders.gov.in** Sd/- S. Kundu, Assistant Engineer-II, P.W.D. Nabanna Electrical Sub-Division.
ICA- T14437(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the E.E., NTKMD, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKMD/e-16 of 2026-27 and ID : 2025_PHED_1036031 for different types of work at New Town under NTK Project. Details will be available in the website **wbtenders.gov.in** The last date for submission of tender is 14.08.2026 upto 10:00 A.M. Sd/- EE/NTKMD, P.H.E. Dte.
ICA- T14360(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER EXTENSION
Assistant Engineer, PWD, Alipore Elec. Sub-Division, Bhabani Bhawan, Kolkata-27 invites online e-NIQ No.08 of 2026-2027 Tender ID: 2026_WBPWD_5017303_1. Bid submission start date 07.08.2026. Bid submission end date 13.08.2026. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in Sd/- AE/AESD.
ICA- T14394(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

গ্যালারি

শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, ক্রীড়াক্ষেত্রেও ভারতের সামরিক বাহিনীর ক্রীড়াবিদরা নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন

সোমা মুখোপাধ্যায়

ভারতের ৩৯টি কমনওয়েলথ গেমস পদকের মধ্যে ১৮টিই জিতেছেন সামরিক বাহিনীর সদস্যরা যা সশস্ত্র বাহিনীর ক্রীড়া ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রমাণ রেখেছে।

ভারতের সশস্ত্র বাহিনী আবারও প্রমাণ করেছে যে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয় যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমসে দেশের ৩৯টি পদকের মধ্যে ১৮টিই অর্জন করেছেন সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। এই অসাধারণ অবদানের ফলে ভারতের মোট পদক সংখ্যার প্রায় ৪৬ শতাংশই এসেছে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকে। বিভিন্ন ক্রীড়া বিভাগে ১৬টি পদক জিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী সবচেয়ে বড় অবদানকারী হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব রেখেয়েছেন সেনাবাহিনীর সেনারা। ভারতীয় নৌবাহিনীর সদস্যরা ভারোত্তোলনে দুটি রুপোর পদক যোগ করে গেমসে ভারতের সামগ্রিক পারফরম্যান্সকে আরও শক্তিশালী করেছে।

ভারত ১৩টি স্বর্ণ, ১৭টি রৌপ্য এবং ৯টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৩৯টি পদক জিতে গ্লাসগো অভিযান শেষ করে এবং সামগ্রিক তালিকায় চতুর্থ স্থান অর্জন করে। যদিও বক্সিং থেকে সর্বাধিক পদক পেয়েছেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। সামরিক বাহিনীর ক্রীড়াবিদরাও বিভিন্ন বিভাগে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, যা ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়াবিদ উন্নয়নে সশস্ত্র বাহিনীর ধারাবাহিক বিনিয়োগেরই প্রতিফলন।

এই সেনা ক্রীড়াবিদরা সেরা ক্রীড়া প্রতিভা লালন-পালনে প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকাও অতুলনীয়। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রতিনিধিত্বকারী অনেক ক্রীড়াবিদ কঠোর সামরিক দায়িত্বের পাশাপাশি উচ্চ-মানের প্রশিক্ষণও পালন করেন এবং এই পরিষেবাগুলো দ্বারা প্রদত্ত বিশেষ কোচিং সুবিধা ও প্রতিযোগিতামূলক অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হন।

প্রধান আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলিতে ভারতের সাফল্যে সামরিক ক্রীড়াবিদরা ঐতিহ্যগতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছেন এবং গ্লাসগো গেমস সেই ঐতিহ্যকে আরও সুদৃঢ় করেছে। তাঁদের কৃতিত্ব কেবল ভারতের পদক তালিকাকেই সমৃদ্ধ করেনি, বরং দেশের সশস্ত্র বাহিনীর শৃঙ্খলা, সহনশীলতা এবং অঙ্গীকারকেও তুলে ধরেছে। ভারত যখন আহমেদাবাদে ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন দেশের ক্রীড়া উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি মূল স্তম্ভ হিসেবে কর্মরত সেনা ক্রীড়াবিদদের সাফল্য থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্বর্ণপদক বিজয়ী

(বক্সিং/জুডো/প্যারা-অ্যাথলেটিক্স)

সুবেদার সোমেন রানা (প্যারা-অ্যাথলেটিক্স, চ৫৭ শট পুট), হাবিলদার হর্ষ (জুডো, ৬০ কেজি), এবং বক্সিং চ্যাম্পিয়ন নায়েব সুবেদার প্রীতি পাওয়ার (৫৪ কেজি), জেসমিন ল্যাম্বোরিয়া (৫৭ কেজি) সহ হাবিলদার হাবিলদার। (৫১ কেজি), অরুন্ধতী চৌধুরী (৭০ কেজি), শচীন সিওয়াচ (৬০ কেজি), এবং অঙ্কুশ পাঙ্গল (৮০ কেজি)।

রৌপ্য/ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী

(অ্যাথলেটিক্স/ভারোত্তোলন/বক্সিং)

উল্লেখযোগ্য পদক বিজয়ীদের মধ্যে ছিলেন সুবেদার সর্বেশ কুশারে (রৌপ্য, হাই জাম্প - কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের প্রথম), নাইব সুবেদার গুলবীর সিং (রৌপ্য, ১০,০০০ মিটার; ব্রোঞ্জ, ৫,০০০ মিটার), হাবিলদার অজয় বাবু (রৌপ্য, ভারোত্তোলন, ৭৯ কেজি - স্ন্যাচ গেমস রেকর্ড), লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অনারি) নীরজ চোপড়া (রৌপ্য, জ্যাভলিন), হাবিলদার যদুমণি সিং (রৌপ্য, বক্সিং), ল্যান্স নায়েক শুভম জুয়াল (রৌপ্য, প্যারা-অ্যাথলেটিক্স), এবং সুবেদার নরেন্দ্র বেরওয়াল (রৌপ্য, বক্সিং)।

ভারতীয় নৌবাহিনীর পারফর্মার চিফ পেটি অফিসার চানাম্বাম ঋষিকান্ত সিং (রৌপ্য, ভারোত্তোলন, ৬০ কেজি - স্ন্যাচ রেকর্ড) এবং লাভপ্রীত সিং (রৌপ্য, ভারোত্তোলন, ১১০ কেজি - স্ন্যাচ রেকর্ড)।

প্রতি পদকে কোটি টাকার বিনিয়োগ, তবুও কমনওয়েলথে কেন কমল ভারতের পদক?

বিট্টু দত্ত

৩৯টি পদক। পদক তালিকায় চতুর্থ স্থান। কাগজে-কলমে দেখলে ভারতের পারফরম্যান্সকে সফলই বলা যায়। কিন্তু সংখ্যার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে অন্য এক বাস্তবতা। চার বছর আগে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের ঝুলিতে উঠেছিল ৬১টি পদক। এবার সেই সংখ্যা নেমে এসেছে ৩৯-এ। অর্থাৎ এক ধাক্কায় ২২টি পদক কম। প্রশ্ন উঠতেই পারে;ভারতের পারফরম্যান্স কি সত্যিই খারাপ হয়েছে, নাকি পরিস্থিতিই বদলে গিয়েছে? আসলে উত্তরটা এত সহজ নয়। এবারের কমনওয়েলথ গেমস ছিল একেবারেই অন্যরকম। গেমসের বহর ছোট করতে এবং আয়োজকদের খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে বাদ দেওয়া হয়েছিল ভারতের সবচেয়ে সফল কয়েকটি খেলা;শুটিং, কুস্তি, ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস এবং হকি। এই পাঁচটি খেলাই গত আসরে ভারতের পদকভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছিল। ফলে সেই পদকগুলো না থাকায় মোট সংখ্যা কমে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই শুধু পদকের সংখ্যা দিয়ে ভারতের পারফরম্যান্স বিচার করলে পুরো ছবিটা ধরা পড়বে না। তবু এই গেমস ভারতের ক্রীড়া ব্যবস্থাকে নিয়ে নতুন কিছু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার খেলোয়াড়দের প্রস্তুতির জন্য কয়েক কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করেছে। সেই বিনিয়োগের তুলনায় প্রাপ্তি কতটা? আর সেই প্রাপ্তি কি শুধুই পদকের সংখ্যায় মাপা উচিত?

কমেছে পদক, কমেনি লড়াই

এবার ভারতের মোট পদক;১৩টি সোনা, ১৭টি রুপো এবং ৯টি ব্রোঞ্জ। মোট ৩৯টি পদক নিয়ে ভারত শেষ করেছে পদক তালিকার চতুর্থ স্থানে। অনেকের চোখে এটি হতাশার ফলাফল হলেও বাস্তব বলছে অন্য কথা। কারণ, যেসব খেলায় ভারত ঐতিহ্যগতভাবে সবচেয়ে বেশি পদক জেতে, সেগুলিই এবার গেমসে ছিল না। শুটিং, কুস্তি বা ব্যাডমিন্টনের মতো ইভেন্ট থাকলে ভারতের পদক সংখ্যা অনেকটাই বাড়ত, এমনটাই মনে করছেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা। তাই এবারের ফলাফলকে শুধুমাত্র সংখ্যার বিচারে বিচার করা অন্যায় হবে।

বক্সিং ও অ্যাথলেটিক্সে ভারতের নতুন ভরসা

গ্লাসগোয় ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠেছে বক্সিং এবং অ্যাথলেটিক্স। দুটি বিভাগ থেকেই এসেছে ১০টি করে পদক। দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও এবার ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ধারাবাহিক সাফল্য ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী করছে। ভারোত্তোলকেরাও আটটি পদক এনে নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন। অন্যদিকে প্যারা অ্যাথলিটদের ছয়টি পদক ভারতীয় ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দিকটিকেও সামনে নিয়ে এসেছে। এই গেমসের অন্যতম নায়ক গুলবীর সিংহ। ১০ হাজার মিটারে রুপো এবং ৫ হাজার মিটারে ব্রোঞ্জ জিতে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, দীর্ঘ দূরত্বের দৌড়েও ভারত আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।

সরকারি বিনিয়োগ;কোথায় কত খরচ?

আজকের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আর শুধু প্রতিভার লড়াই নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ, বিদেশে ক্যাম্প, আধুনিক সরঞ্জাম, পুষ্টিবিদ, ফিজিওথেরাপিস্ট, স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের

ভারতের পদকের খতিয়ান

স্বর্ণ পদক	১৩
রৌপ্য পদক	১৭
ব্রোঞ্জ পদক	৯

চালু করেছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম ট্গ্রঞ্জ্ঞ() প্রকল্প। এখান থেকেই অনেক খেলোয়াড় নিয়মিত আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। গুলবীর সিংহ গত চার বছরে প্রস্তুতির জন্য পেয়েছেন ৩০ লাখ ৪০ হাজার টাকা। শেষ এক বছরে প্রস্তুতি ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আরও ২৫ লাখ ৩২ হাজার টাকা। অর্থাৎ মোট ৫৫ লাখ ৭২ হাজার টাকার সরকারি সহায়তা পেয়েছেন তিনি। অন্যদিকে অলিম্পিক পদকজয়ী মীরাবাই চানুর প্রস্তুতির জন্য সরকারের মোট খরচ হয়েছে ১ কোটি ৮০ লাখ ২৮ হাজার ৭৬৯ টাকা। জুডোকা অস্মিতা দে পেয়েছেন ৩৫ লাখ ৫২ হাজার ২০৪ টাকা। সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হয়েছে নীরজ চোপড়ার পিছনে। তাঁর প্রশিক্ষণ, বিদেশ সফর, প্রতিযোগিতা এবং প্রস্তুতির জন্য সরকারের ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৬৫ লাখ ৫৪ হাজার ৭৮৩ টাকা। বক্সার লভলিনা বরগোঁহাইয়ের প্রস্তুতিতে ব্যয় হয়েছে ৯৫ লক্ষ টাকারও বেশি। আবার অ্যাথলিট শিল্পা শৈল পেয়েছেন প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার ৮৫৮ টাকা। এই তালিকা প্রমাণ করে, শুধু তারকা খেলোয়াড় নন, সম্ভাবনাময় ক্রীড়াবিদদেরও সরকারি সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে। গ্লাসগোয় পদকজয়ী ৩৮ জন খেলোয়াড়ের প্রত্যেকেই কোনও না কোনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। কেউ বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন, কেউ সরঞ্জাম কেনার অর্থ, কেউ বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার খরচ। এটাই ভারতের ক্রীড়া নীতির সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। একসময় যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগই ছিল ভরসা, এখন সেখানে সরকার পরিকল্পিতভাবে খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়াচ্ছে।

পদক প্রতি খরচ;অঙ্ক কী বলছে?

সবচেয়ে আলোচিত প্রশ্নটি এখানেই। কমনওয়েলথ গেমসে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় দলের প্রস্তুতির জন্য সরকার মোট ব্যয় করেছে ৫৩ কোটি ৯ লাখ টাকা। সেই বিনিয়োগের ফল ৩৯টি পদক। অর্থাৎ গড় হিসেবে প্রতি পদকের জন্য সরকারের খরচ হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। আবার যদি শুধুমাত্র পদকজয়ী ৩৮ জনের প্রস্তুতির খরচ ধরা হয়, তাহলে সেই অঙ্ক দাঁড়ায় ১৫ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। সেই হিসাবে প্রতি পদকের খরচ প্রায় ৩৯ লাখ ৮৯ হাজার ৭৪৪ টাকা। সংখ্যাগুলো নিঃসন্দেহে বড়। কিন্তু এই অঙ্ককে কীভাবে দেখা উচিত? পদক কি শুধু টাকার অঙ্ক?

ক্রীড়াবিদ তৈরির প্রক্রিয়া কোনও কারখানার উৎপাদনের মতো নয়। একজন অলিম্পিক বা কমনওয়েলথ স্তরের খেলোয়াড় তৈরি হতে প্রায় এক দশক সময় লাগে। অনেকেই পদক জিততে পারেন না, কিন্তু তাঁদের জন্য তৈরি হওয়া অবকাঠামো, প্রশিক্ষক, স্পোর্টস সায়েন্স ও উন্নত ব্যবস্থাপনা ভবিষ্যতের প্রজন্মকে এগিয়ে দেয়। তাই প্রতি পদকের সঙ্গে শুধু অর্থের হিসাব জুড়ে দিলে পুরো ছবিটা দেখা যায় না। অন্যদিকে করদাতাদের অর্থ ব্যয় হচ্ছে বলে জবাবদিহিও জরুরি। কোথায় বিনিয়োগ করলে বেশি ফল মিলবে, কোন খেলায় আরও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা দরকার, কোন ক্ষেত্রে প্রতিভা চিহ্নিতকরণে ঘাটতি রয়েছে;এসব প্রশ্নের উত্তরও খুঁজতে হবে।

সামনে অলিম্পিকের প্রস্তুতি

কমনওয়েলথ গেমস অনেক সময় অলিম্পিকের প্রস্তুতির পরীক্ষাগার হিসেবে কাজ করে। সেই দিক থেকে দেখলে ভারতের জন্য এবারের প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে। অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং, ভারোত্তোলন এবং প্যারা স্পোর্টসে ধারাবাহিক উন্নতি ভারতের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। একই সঙ্গে যেসব খেলায় এবার পদক আসেনি, যেমন লন বল, সেখানেও নতুন পরিকল্পনা প্রয়োজন। গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস ভারতের জন্য একই সঙ্গে সাফল্যের এবং আত্মসমালোচনার গল্প। একদিকে পদক তালিকায় চতুর্থ স্থান ধরে রাখা, অন্যদিকে ২২টি পদক কমে যাওয়া দুটোই সত্যি। তবে এই গেমস আরও একটি বিষয় স্পষ্ট করেছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় সাফল্য এখন আর কেবল প্রতিভার উপর নির্ভর করে না; এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ এবং ধারাবাহিক আর্থিক বিনিয়োগ। সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। খেলোয়াড়েরা সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশের জন্য পদকও জিতছেন। কিন্তু আগামী দিনে লক্ষ্য শুধু পদকের সংখ্যা বাড়ানো নয়; লক্ষ্য হওয়া উচিত বিশ্বমঞ্চে ধারাবাহিক সাফল্য, আরও বেশি অলিম্পিক পদক এবং এমন একটি ক্রীড়া সংস্কৃতি গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি বিনিয়োগ শেষ পর্যন্ত দেশের ক্রীড়া শক্তিকে আরও সমৃদ্ধ করে। গ্লাসগোর ৩৯টি পদক তাই কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়। এটি ভারতের ক্রীড়া উন্নয়নের চলমান যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক;যেখানে সাফল্য যেমন রয়েছে, তেমনি ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নেওয়ারও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

ময়দান স্বপ্নে বাঁচে, ফুটবলে বাঁচে

রিতিকা চক্রবর্তী

রোজ দূর দুরান্ত থেকে গ্রাম, জেলা পেরিয়ে এই ময়দানে জার্সি গায়ে ও ফুটবল পায়ে আসে বহু ফুটবলার। কেউ হারিয়ে যান, কেউ স্বপ্নের কাছে হার মেনে যান, কেউ কেউ আবার টিকে থাকেন, সাফল্যের আশায়। ময়দানের মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন, লড়াইয়ে বাঁচেন। মোহনবাগানে যোগ দেওয়া বঙ্গ তনয় রবিলাল মান্ডিও এই লড়াই করে বেঁচে থাকাদের মধ্যে একজন। কলকাতা লিগে খেলছেন সবুজ-মেরুন জার্সিতে। লক্ষ্য একটাই হেড কোচ পানাগিওটিস ডিলমপেরিসের নজর কেড়ে সিনিয়র মোহনবাগান দলে জায়গা পাকা করা।

হুগলির চুঁচুড়ার মগরা গ্রাম পঞ্চায়েত। হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইন শাখার এই স্টেশন জমজমাট সরস্বতী পুজোর জন্য খ্যাতনামা। প্রতিদিন এই মগরা থেকে ৪৭ কিমি. দূরে হাওড়া স্টেশনে নেমে কলকাতায় পাড়ি দেন প্রচুর মানুষ। সেই ভিড়ের মধ্যেই একজন মগরার রবিলাল মান্ডি। কাঁধে থাকা ব্যাগে ফুটবল ও গায়ে চাপানো জার্সি, সঙ্গে একরাশ স্বপ্ন। লক্ষ্য একটাই, ফুটবল খেলে বড় জায়গায় পৌঁছতে হবে।

বর্তমানে মোহনবাগানের লেফটব্যাক রবিলাল আগে খেলেছেন ডায়মন্ড হারবার এফসির হয়ে। গত বেশ কয়েক মরশুম ধরে কলকাতা লিগে ভালো ফল করে আসছেন তিনি। এই বছর কলকাতা লিগের

আগে মোহনবাগানে যোগ দিলেন রবিলাল। অনেকদিন ধরেই মোহনবাগান এই প্রতিভাবান সাইডব্যাককে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। তবে বড় দলে বসে থাকতে হবে ভেবে সই করতে দ্বিধা বোধ ছিল রবিলালের। ডায়মন্ডে হারবারের হয়ে আইলিগ ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য ছিলেন। তৃতীয় ডিভিশন, দ্বিতীয় ডিভিশন আইলিগে খেলেছিলেন প্রতিটি ম্যাচ, রবিলালের প্রতি চোখ বন্ধ করে ভরসা করেন ডায়মন্ড হারবার দলের স্প্যানিশ কোচ কিবু ভিকুনা। ‘ডায়মন্ড হারবারে খেলার আগে ক্যালকাটা কাস্টমস দলে খেলেছি। কোচ কিবু ভিকুনার অধীনে খেলে খুবই ভালো লাগত। ওর গেম স্টাইল আমার খুব পছন্দের। এছাড়াও দলের সিনিয়রেরা খুব সাহায্য করে, সকলেই পরামর্শ দেন।!

ফুটবলের শুরুটা হয়েছিল একদম শৈশব থেকেই। বাড়িতে রয়েছেন মা, বাবা, রবিলালের এক দাদা ও দুই দিদি। আর পাঁচজনের মতো পাড়ার মাঠে ফুটবল খেলা দিয়ে। পাড়ার মাঠেই অনুশীলন করতেন রবিলাল। তারপর কাকা মঙ্গল মান্ডির হাত ধরে উত্তরপাড়ার ক্যাম্পে আসা। সেখান থেকেই কেরিয়ার শুরু। ২০১৭-১৯ সাল পর্যন্ত ছিলেন এটিকের রিজার্ভ দলে। অনূর্ধ্ব-১৮ এটিকে দলেও খেলেছিলেন। তিনি বলেন, ‘এটিকে -তে থাকাকালীন কোচেরা অনেক সাহায্য করেছিল। অনেক কিছুই শিখতে পেরেছি। এটিকে-এর মতো দলে খেলার ফলে অনেকটাই অভিজ্ঞতা হয়েছে।’

অসমে সন্তোষ ট্রফি খেলতে বাংলা দলের সদস্য ছিলে তিনি। নজর কাড়েন বাংলার কোচ সঞ্জয় সেনের। ডায়মন্ড হারবার থাকাকালীন রবিলাল বলেছিলেন, ক্ষ্মপরবর্তী লক্ষ্য অবশ্যই ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান দলের হয়ে খেলা।ক্ষ্ম সেই স্বপ্নই পূরণ হয়েছে রবিলালের। তবে বাস্তবে লড়াই আরও কঠিন। মোহনবাগান সিনিয়র দলে রবিলালের পজিশিনেই খেলেন জাতীয় তারকা ডিফেন্ডার শুভাশিস বোস। তাঁর জায়গায় আসতে গেলে আরও পরিশ্রম করতে হবে রবিলালকে।